ড. ইউসুফ আল-কারযাভী

ইসলামের দৃষ্টিতে
কাঙ্খিত পরিবার

মাওলানা শামাউন আলী
অনূদিত

আল-ফুরকান পাবলিকেশন্স

ইসলামের দৃষ্টিতে কাঙ্খিত পরিবার

ড. ইউসুফ আল-কারযাভী

অনুবাদ

মাওলানা শামাউন আলী

লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

আল-ফুরকান পাবলিকেশন্স

মগবাজার, ঢাকা

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে কাঙ্খিত পরিবার

মূল

ড. ইউসুফ আল-কারযাভী

অনুবাদ

মাওলানা শামাউন আলী

লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

প্রকাশনায়

আল-ফুরকান পাবলিকেশন্স

৪৯১, ওয়্যারলেস রেলগেট

বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

যোগাযোগ ঃ ০৩৭৭২০১৬২৯২

০১৭১৪০১৫৯৭৭

০১৬৭২৬৯২১০০

এফ.পি-২২

প্রথম প্রকাশ

মার্চ, ২০০৯ খ্রীষ্টাব্দ

দ্বিতীয় প্রকাশ

ভাদ্র, ১৪১৬ সাল

রমযান, ১৪৩০ হিজরী

সেপ্টেম্বর, ২০০৯ খ্রীষ্টাব্দ

মূল্য : ৫০.০০ টাকা মাত্র।

কম্পোজ ও মুদ্রণ

নাবিল কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

মগবাজার, ঢাকা।

الأسرة كما يريدها الإسلام

إعداد : د. يوسف القرضاوى

الترجمة باللغة البنغالية: محمد شمعون على

متخرج من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الناشر : الفرقان للطباعة والترجمة والنشر

٤٩١، برامغبازار، داكا، بنغلاديش

تلفون : ٠٣٧٧٢٠١٦٢٩٢، ٠١٦٧٢٦٩٢١٠٠

القيمة : ٥٠ تاكا فقط

الطبعة الثانية : رمضان، ١٤٣٠ هـ

سبتمبر، ٢٠٠٩م

ISLAMER DRISTETE KANKHITO PORIBAR

by Dr. Yousuf Al-Qarzavi, Translated by Maulana Shamaun Ali

Published by Al-Furkan Publication, 491 Wireless Railgate, Bara Moghbazar, Dhaka-1217, Bangladesh. Tel: 03772016292, 01672692100 Fax : 8312997, 2nd Edition: September 2009, Price : Tk. 50.00 Only.

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

ইসলাম পরিবার কেন্দ্রীক সমাজ গঠনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। পারিবারিক বন্ধন ছাড়া এ দুনিয়া টিকে থাকতে পারে না। ইসলামের এই সুন্দর পারিবারিক ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য পশ্চিমারা সবধরনের ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। তারা নিজেদের ঘর ভেঙ্গে বর্তমানে আমাদের ঘর ভাঙ্গার অপতৎপরতায় লিপ্ত। ইসলামসহ দুনিয়ার সকল ধর্ম পারিবারিক ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আধুনিকতার নামে, জাতিসংঘ সনদের নামে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার নামে বিশ্বব্যাপী পারিবারিক ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য চক্রান্ত অব্যাহত রয়েছে। এই অপতৎপরতার বিরুদ্ধে গোটা মুসলিম সমাজসহ সব ইসলামী ও নৈতিকতা বজায় রাখতে অঙ্গিকারাবদ্ধ জনগণ এই ঘৃণ্য পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে। এর বিরুদ্ধে লেখা-লেখি, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই প্রচেষ্টারই অংশ হিসেবে বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ড. ইউসুফ আল-কারযাভী الأسرة كما يريدها الإسلام নামক গ্রন্থে ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থার উপর খুবই যুক্তিযুক্ত ও প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেছেন।

বাংলা ভাষায় পরিবার ও পারিবারিক বিষয়ের উপর ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা বেশ কিছু বই-পুস্তক থাকলেও বক্ষমান বইটিতে অতি সংক্ষেপে ইসলামের পারিবারিক বিষয় ও এর দর্শন অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ জন্যই আমরা বইটি "ইসলামের দৃষ্টিতে কাঙ্খিত পরিবার" নামে বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিচ্ছি। বইটি পাঠে আমাদের মাঝে পরিবার সম্পর্কে আরো বেশী দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হবে এবং আমরা আদর্শ পরিবার গঠন ও পরিচালনায় সচেষ্ট হবো বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ড. ইউসুফ আল-কারযাভী বর্তমান মুসলিম বিশ্বের একজন খ্যাতিমান চিন্তাবিদ। মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি ইস্যুতে এক সোচ্চার ও বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর

www.pathagar.com

এবং বহু ইসলামী গ্রন্থের প্রণেতা। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই ইউসুফ আল-কারযাভী অত্যন্ত মেধার স্বাক্ষর রাখেন। তাঁর বয়স দশ বছর পূর্ণ হবার পূর্বেই তিনি সম্পূর্ণ কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেন।

ড. ইউসুফ আল-কারযাভী মিসরের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। তিনি মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, আলজিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন, বিশেষ করে কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী আইন অনুষদ ও স্টাডিজ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ডীন হিসেবে। তিনি বর্তমানে কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সুন্নাহ্ ও সীরাতে রাসূল গবেষণা সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে অদ্যাবধি কর্মরত আছেন।

খ্যাতিমান এই ইসলামী চিন্তাবিদ অনেকগুলো আন্তর্জাতিক দাওয়াহ্ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। ইসলামী দাওয়াত ও শিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি লেখনির ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অতুলনীয়। তাঁর অনেকগুলো বই ইতোমধ্যে বাংলাভাষায় অনূদিত হয়েছে। এরমধ্যে অন্যতম হলো- 'জেরুজালেম বিশ্বমুসলিম সমস্যা', 'ইসলামের যাকাত বিধান', 'দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম' এবং 'ইসলামে ইবাদতের পরিধি'।

বইটির অনুবাদ ও প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। মহান আল্লাহ্ আমাদের এ খিদমত কবুল করুন। আমীন॥

মগবাজার, ঢাকা

২৮/০৫/০৯ ইং

বিনীত

মুহাম্মদ শামাউন আলী

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ভূমিকা ৭

১. স্থায়ী বিবাহ বন্ধন ১১

পরিবার পরিচিতি ১১

স্থায়ী বিবাহ বন্ধন ১২

প্রথমতঃ সঠিক নির্বাচন ১৬

১. দীনদার ও চরিত্রবান হওয়া ১৬

২. পারস্পরিক আত্মার মিল ১৮

৩. পাত্র-পাত্রীর উপযুক্ততা ২১

দ্বিতীয়তঃ পছন্দ করার স্বাধীনতা ২২

তৃতীয়তঃ স্বামী-স্ত্রীর অধিকারের প্রতি দৃষ্টি দেয়া ২৬

শরীয়তের বিধান ও প্রচলিত ভাল প্রথার দিকে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব ২৮

১. আল্লাহর বিধি-বিধান (হুদুদুল্লাহ) ২৮

২. নেক কাজ (মারুফ কাজ) ৩৬

চতুর্থতঃ পরিবার সংরক্ষণ করা ৩৮

অবাধ যৌনাচার দর্শনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান ৪১

সমকামিতার (বিকৃত যৌনতার) প্রোপাগান্ডা ৪৬

২. পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের পূর্ণতাবিধান ৪৯

সন্তান-সন্ততি আল্লাহর দান ৪৯

সন্তান জন্মলাভের মাধ্যমেই পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের সূচনা হয় ৫১

পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের অধিকার (পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা) ৫২

www.pathagar.com

মায়ের সাথে সদ্ব্যবহারের জন্য জোরালো নির্দেশ	৫৪
সমাজের উপর মাতৃত্বের অধিকার	৫৫
সমাজের উপর পিতৃত্বের অধিকার	৫৬
সন্তানের অধিকার	৫৮
বিবাহ বহির্ভুত মা	৬০
পিতৃ-মাতৃহীন সন্তান সমস্যা	৬০
মানব সন্তানের শিশুকালীন সময়কাল	৬১
তালাকপ্রাপ্তা মায়ের তার শিশুর প্রতি অবশ্য করণীয়	৬২
শিশু-সন্তান লালন-পালনে মাতার অধিকার বেশী	৬৫
ইয়াতীম শিশুর লালন-পালনের অধিকার	৬৭
পিতার পিতৃত্ব ত্যাগ অথচ তিনি জীবিত	৭১
বাবা-মা জীবিত থেকেও ইয়াতীম	৭২
সন্তান উত্তমভাবে লালন-পালনে পরিপূরক হওয়া	৭৩
শিক্ষা-প্রশিক্ষণে একক পরিপূর্ণ সিলেবাস গ্রহণ	৭৬

www.pathagar.com

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বজাহানের জন্য রহমত স্বরূপ আমাদের নেতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সমস্ত নবী-রসূলগণের ওপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবাদের ওপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁকে উত্তমরূপে অনুসরণ করবে তাদের ওপর। অতঃপর–

ইসলামী পরিবার সম্পর্কে এই কয়েক পৃষ্ঠার লেখাটি আমি লিখলাম দোহা-য় অনুষ্ঠিত পরিবার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন উপলক্ষে। এটি কাতার সরকারের পরিবার বিষয়ক উচ্চ পরিষদ-এর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়।

এই সম্মেলন দোহাতে অনুষ্ঠিত হয় ২৯, ৩০ নভেম্বর, ২০০৪ খৃষ্টাব্দে। এতে জাতিসংঘ, আরব লীগ, আসমানী ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধি, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ অংশ গ্রহণ করেন।

এই সম্মেলনে আমি খুবই আনন্দিত হলাম এ কারণে যে: এই সম্মেলনটি নারী বিষয়ক পূর্ববর্তী সম্মেলনগুলোর বিপরীত মুখী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। যেমন কায়রোর সাকান সম্মেলন- ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দ, পিকিং সম্মেলন- ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দ এবং পিকিং, নিউইয়র্কসহ অন্যান্য সম্মেলন যেগুলোতে এমন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যা আসমানী রিসালাতের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ধর্মভীরু লোকদের আকীদা-বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যেমন– অবাধ যৌনতা, সমকামি বিবাহের বৈধতা দান, সবধরনের গর্ভপাতের বৈধতা দান 'নারী তার শরীরের ব্যাপারে স্বাধীন, সে যা ইচ্ছা তা করতে পারে'। এমনকি এই শ্লোগানের ধুয়া তুলে, গর্ভস্থিত সন্তানকে হত্যা করার বৈধতাও দেয়া হয়।

তাছাড়া সন্তানদেরকে তাদের যৌন স্বাধীনতা দিতে হবে, বাবা-মা কেউ এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না বরং ছেলেমেয়েদের লালন-পালন

www.pathagar.com

করার ক্ষেত্রেও পিতামাতার অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। পিতামাতা তাদের সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পন্থা গ্রহণ করতে পারবে না। তাদেরকে তাদের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস শিক্ষা দিতে পারবে না। মোটকথা পিতামাতার সন্তান-সন্ততি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তাদের অধিকারকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। যার ফলে আমাদের মহান কবির এই কবিতার কোন মূল্যই থাকছে না–

আমাদের ছেলেমেয়েরা গড়ে উঠবে
তাদের পিতামাতা যেভাবে গড়ে তুলবে।

এসবই ছিল ঐ সকল সম্মেলনের দৃষ্টিভঙ্গি। আর এজন্যই আসমানী ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা এসব বক্র চিন্তাধারার বিপক্ষে সঠিক পথের দিকে রুখে দাঁড়ায়; মানব-প্রকৃতি ও ধর্মের পথে, এমনকি আমরা কায়রোর সাকান সম্মেলনে পেলামঃ আল-আযহারের ওলামা, ক্যাথলিক ধর্মযাজক (ভ্যাটিক্যান প্রতিনিধি), অর্থডোক্স চার্চের প্রতিনিধি, রাবেতা আলমে ইসলামী, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিনিধি এবং অন্যান্যদেরকে যারা একে অপরের পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছেন এই বিপজ্জনক চ্যালেঞ্জ এর মোকাবিলায় যা প্রচেষ্টা করছে প্রকৃতিগত ও শরিয়ত সম্মত পারিবারিক বন্ধনকে সমূলে উৎপাটিত করতে।

এই সম্মেলনের আরেকটি দিক এবং এর উদ্দেশ্য হল সেই পারিবারিক বন্ধনকে সংরক্ষণ করা যার দিকে প্রতিটি ঐশী ধর্মীয় গ্রন্থ ও দীন আহ্বান করেছে, যাকে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন বরকতময় বলেছে এবং যার দিকে ইহুদী, খৃষ্টবাদ ও ইসলাম আহ্বান করেছে।

পরিবারের ভিত্তি হল বিবাহ। এই পবিত্র বন্ধন বা (সুদৃঢ় অঙ্গিকার নামা) যেমনটি কুরআনে নামকরণ করা হয়েছে, যার দ্বারা একজন পুরুষ ও নারীর মধ্যে আসমানী বিধান মোতাবেক সেতুবন্ধন গড়ে দেয়া হয়, প্রকাশ্য শরয়ী বন্ধনের মাধ্যমে যার ওপর একে অপরের ওপর দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার (ওয়াজিবাত) বর্তায়।

এই বিবাহের ফলশ্রুতি হল সন্তানদের উপস্থিতি, যাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ (অনুদান/হেবা) বলে গণ্য করা হয়। এরা মেয়ে হোক বা ছেলে হোক–

www.pathagar.com

يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ -

"তিনি যাকে ইচ্ছা মেয়ে-সন্তান দান করেন আর যাকে ইচ্ছা পুত্র-সন্তান দান করেন।" (সূরা শুরা ঃ ৪৯)

এই সম্মেলনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলঃ অংশগ্রহণকারী সকলেই অবাধ যৌনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে একই কাতারে ঐক্যবদ্ধ। তারা সকলেই ধর্মীয় ও চারিত্রিক মূল্যবোধের পক্ষে। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে কোন মতবিরোধ ঘটেনি যেমনটি অন্যান্য সম্মেলনে ঘটেছিল। কেননা সম্মেলনটি ঘটেছে স্বভাব-প্রকৃতির ওপর যার ওপর আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। এছাড়াও এটি ছিল ধর্মীয় শিক্ষার মূল্যবোধের ওপর যা সৃষ্টির অস্তিত্বের মূল উপাদান। এছাড়াও মানবিক মূল্যবোধের ওপর যা বংশ পরম্পরায় যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

তদুপরি এর বক্তব্য, গবেষণা পত্র, আলোচনা সবই চলছিল এই বৃত্তির ওপর এবং তা চলছিল পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে যার ফল অবশ্যই পবিত্র হতে বাধ্য।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ج وَالَّذِيْ خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ اِلاَّ نَكِدًا - (الأعراف : ٥٨)

"পবিত্র জমিনে তার গাছপালা বের হয় তার প্রভুর নির্দেশে আর যা খারাপ তা থেকে খারাপ ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না।" (সূরা আ'রাফ ঃ ৫৮)

আমি এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছিলাম দুটি লেখা নিয়ে। একটি হল– স্থায়ী বিবাহ বন্ধন সম্পর্কিত আর অপরটি হল– পরিবার গঠনে পিতামাতার পরিপূর্ণতা সম্পর্কে। এখন আমি সেই লেখা দুটিকে একত্রে প্রকাশ করতে যাচ্ছি। আমি এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলতে চাই যা আমি দোহা সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে বলেছিলাম, তা হলঃ আমরা আসমানী ধর্মের অনুসারীগণ এ মূলনীতি ও মূল ভিত্তির ব্যাপারে ঐকমত্য আছি যার ওপর স্বাভাবিক পরিবার গড়ে উঠে যাতে থাকবে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান।

এটি হল একটি ক্ষুদ্র বা সংকীর্ণ পরিবার। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি প্রলম্বিত বা প্রশস্ত পরিবার যার মধ্যে থাকবে– মায়েরা, ভাইবোন, চাচা-ফুফু, মামা-খালা ও তাদের সন্তানরা, যাদেরকে কুরআনে বলা হয়েছে

www.pathagar.com

নিকটাত্মীয় (উলিল কুরবা বা জাবিল আরহাম) এবং তাদের জন্য হুকুক (অধিকার) নির্ধারণ করেছে এবং তাদের ওপর কিছু কর্তব্য অর্পণ করেছে যা তাদেরকে একই বৃত্তে আবদ্ধ করেছে। যেমন মিরাসের বিধান, নাফাকার (ভরণ-পোষণ) বিধান, কতলে খাতা ও কতলে আমদে (ভুলবশতঃ বা ইচ্ছাকৃত হত্যায়) ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَاُولُوا الاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ -

"আল্লাহ্র কিতাবে বর্ণিত নিকটাত্মীয়রা একে অপরের অভিভাবক।" (সূরা আহ্যাব ঃ ৬)

এছাড়াও ইসলামে পারিবারিবক বিষয়ে নিজস্ব স্বতন্ত্র বিধি-বিধান রয়েছে যেমন- নারীর ওপর পুরুষের বিশেষ মর্যাদা, পুরুষ ও নারীর মিরাসের পার্থক্য, শর্তসাপেক্ষে পুরুষের একাধিক বিবাহ করার বিধান, সহ অবস্থান সম্ভব না হলে তালাকের ব্যবস্থা ইত্যাদি। সুতরাং মুসলমানদের ওপর এমন কিছু চাপিয়ে দেয়া যাবে না যা তাদের দীন ও শরিয়তের বিধানের পরিপন্থী।

বরং প্রত্যেক ধর্মের বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রতিটি আসমানী বিধানকে মর্যাদা দিতে হবে। এক্ষেত্রে 'স্বর্ণসূত্র'- "আমরা ঐকমত্যের ব্যাপারে একে অপরকে সহায়তা করব এবং বিতর্কিত বিষয়ে একে অপরকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখব।"- এর আলোকে কাজ করে যাব।

رَبَّنَا لاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ج اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ - (آل عمران : ٨)

"হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে হেদায়েত দানের পরে গোমরাহীতে ফেলবেন না। আর আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনিই অনুগ্রহ দাতা।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৮)

দোহা, কাতার। মহান আল্লাহর অনুগ্রহপ্রার্থী
শাওয়াল, ১৪২৫ হিজরী ইউসুফ আল-কারযাভী
মোতাবেক ডিসেম্বর ২০০৪ খৃষ্টাব্দ

www.pathagar.com

১. স্থায়ী বিবাহ বন্ধন

❑ পরিবার পরিচিতি ঃ

পরিবারঃ একটি সামাজিক বন্ধন যার দ্বারা প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে একজন পুরুষের সাথে একজন মহিলার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যার ফলে একে অপরের প্রতি কতিপয় অধিকার ও দায়িত্বকর্তব্য (ওয়াজিবাত) পালনে আবদ্ধ হয়। আর এই বন্ধনটিই হল বিবাহ। সমস্ত আসমানী ধর্মগুলো যাকে বিধিবদ্ধ করেছে, একে বরকতময় করেছে এবং একেই একমাত্র বিধিসম্মত পরিবার গঠনের পন্থা বলে মনে করেছে। আর এটিই হচ্ছে পৃথিবীতে মহান আল্লাহর নিখুঁত ব্যবস্থাপনার সাধারণ নিয়ম-পদ্ধতি, প্রতিটি বস্তুতে সংমিশ্রনের পদ্ধতি–

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ـ (الذاريات : ٤٩)

"আমরা প্রতিটি বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।" (যারিয়াতঃ ৪৯)

সৃষ্টিলোকে এই জোড়ায় জোড়ায় যোজন বা সংমিশ্রণঃ যেন এক বস্তু তার বিপরীতমুখী বস্তুর সাথে মিশে মিলিত হয়। যেমন পুরুষ মিলিত হয় নারীর সাথে, যেমন বিদ্যুতের নেগেটিভ ও পজেটিভ মিলিত হয় ইত্যাদি। এমনকি অনু যা এই সৃষ্টিকুলের ভিত্তি সেটিও ইলেকট্রন, প্রটোন দ্বারা গঠিত। ইলেকট্রন পজেটিভবাহী বিদ্যুৎ আর এর মোকাবিলায় প্রটোন হল নেগেটিভবাহী বিদ্যুৎ প্রবাহ।

আর এ কারণেই সমস্ত আসমানী কিতাবগুলো বরকতময় হিসেবে বর্ণনা করেছে– একজন পুরুয়ের সাথে একজন নারীর বিবাহ বন্ধনকে। কেননা তা চলেছে প্রকৃতিগত-স্বভাবের সমান্তরালে এবং এই পৃথিবীতে জোড়ার যে সুবিন্যস্ত সূত্র তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে। সুতরাং এই পৃথিবীর সবকিছুই জোড়ায় জোড়ায় আছে কোনকিছুই একটা একটা নয় একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত।

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الاَرْضُ وَمِنْ
اَنْفُسِكُمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُوْنَ ـ (يس : ٣٦)

www.pathagar.com

"সেই সত্তার স্তুতি যিনি সবকিছুকেই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন যা এই যমিনে উৎপন্ন হয় এবং তোমাদের জীবনে আর যা তারা জনে না।"

(সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৬)

তাওরাতের সাফারুত তাকভীন অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে "একজন পুরুষ যখন তার পিতামাতাকে পরিত্যাগ করে এবং তার স্ত্রীর সাথে জড়িয়ে পড়ে তখন যেন তারা দুইজন একই শরীর হয়ে যায়।"[১]

এ বিষয়টিকে মসীহ (আ.) তার শিষ্যদের কাছেও তাগিদ দিয়েছেন।[২]

❒ স্থায়ী বিবাহ বন্ধন ঃ

নেক পরিবার যা স্থায়ী বিবাহের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে যার ফলশ্রুতি হল একে অপরের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা, আন্তরিকতা অনুভব করে। আর এটিই হল পবিত্র ইসলামী জীবন যাপনের উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের মধ্যে অন্যতম। আর ব্যক্তি-পরিবার ও সমাজের সকল সদস্যের স্থিতিশীল জীবন যাপনের জন্য এটিই হল প্রধান উপাদান।

এজন্যই ইসলাম এ ব্যাপারে যথেষ্ঠ গুরুত্ব দিয়েছে এবং এর জন্য চিন্তা, চেতনা, নৈতিক, সামাজিক ও শরয়ী বিধি-বিধান দিয়েছে যা এর ভিত্তিকে পূর্ণতা দান করতে পারে এবং এর কল্যাণ সর্বদা পেতে পারে, সর্বোপরি একে বিচ্ছিন্ন ও মতানৈক্য হতে রক্ষা করার জন্য জোরালো প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

ইসলাম প্রথমে যে কাজটির সূচনা করেছে তাহলঃ একজন মুসলমান জানবে বিয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং এর প্রধান লক্ষ্য কি যাতে সে এব্যাপারে জেনে-বুঝে অগ্রসর হয়। সে যেন এ বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করে যার ওপর ভিত্তি করে ভ্রান্ত আচার-আচরণ ও প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে।

---

১. সাফারুত তাকভীন : ১-২৪

২. দেখুনঃ ইঞ্জিল মেথীঃ ১৯/৪-৬, ইঞ্জিল মারকাসঃ ১০/৬-৯

www.pathagar.com

বিবাহ ইচ্ছুক একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে– এটা একটি শরীরের সাথে একটি শরীরের সম্পর্ক নয় বরং এটি একজন মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন, মানুষের রয়েছে জ্ঞান-বুদ্ধি, অন্তঃকরণ ও আবেগ-উচ্ছ্বাস, তার শরীরিক গঠন অপেক্ষাও এটি বেশী যে শরীর গঠিত হয়েছে কতিপয় হাড়-মাংস, শিরা-উপশিরা ইত্যাদি দিয়ে।

এর অর্থ কিন্তু এটি নয় যে, বিয়ের উদ্দেশ্য হতে শারীরিক ও জৈবিক পরিতৃপ্তি বাদ রয়েছে। না কক্ষণো নয়, বরং সেটিও একটি উদ্দেশ্য যা বলার অপেক্ষা রাখেনা। স্বামী-স্ত্রী অবশ্যই যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে, জৈবিক চাহিদা পূরণ করবে স্বাভাবিক ভাবেই। হালাল পন্থায় একে অপরের সাহচর্যে পরিতৃপ্ত হবে। "তারা তোমাদের পোশাক স্বরূপ এবং তোমরা তাদের পোশাক স্বরূপ।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৭) একজন মুসলমান তার জৈবিক চাহিদা হালাল পন্থায় পূরণ করবে এবং সে হারাম থেকে নিজেকে হেফাজত করবে। এর দ্বারা সে তার রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এ ব্যাপারটির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ইসলামের নবী যুবসম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে আহ্বান করেনঃ "হে যুবসম্প্রদায়! যারা তোমরা বিয়ে করতে সক্ষম বিয়ে করো। কেননা সেটি চক্ষুকে নিবারণকারী ও লজ্জাস্থানকে হেফাজত কারী।"[১]

কিন্তু একজন মুমিন বিয়ে থেকে এর চেয়েও বেশী কিছু চায় তাহলঃ মুমিন ঘর তৈরী এবং নেক পরিবার গঠন যা অন্যান্য ঘরের সাথে যা একটি নেক সমাজের ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হবে। এই মুমিন ঘরটি তিনটি রোকনের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবেঃ বাসস্থান, ভালবাসা ও রহমতের ওপর যা কুরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাকে আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর এটিই মুমিন দাম্পত্য জীবনকে ছায়াদান করে চলবে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا
اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

১. বুখারী- ৫০৬৫, মুসলিম- ১৪০০, ইবনে মাসউদ [রা.] হতে বর্ণিত।

www.pathagar.com

لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ - (الروم : ٢١)

তাঁর নিদর্শনের অন্যতম হল তোমাদের মধ্য থেকে তিনি তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তার কাছে আশ্রয় নিতে পার এবং তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও রহমত সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা রূম ঃ ২১)

ইসলামে বিবাহ বন্ধন নিছক একজন পুরুষের সাথে আরেকজন নারী বন্ধনের নাম নয়। বরং তাহল দুটি পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা। যেই সম্পর্ককে কুরআন মজীদে রক্তের সম্পর্কের মতই সম্পর্ক বলে গণ্য করেছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهْرًا -

"আর তিনিই সেই সত্তা যিনি পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন অতঃপর এথেকে বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছেন।" (সূরা ফুরকান ঃ ৫৪)

বিবাহ এ পৃথিবীকে আবাদ এবং মানুষের বংশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে, কুরআন এটাই দেখতে চায়। যেন মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাবে তিনি যতদিন ইচ্ছা করেন। আর এটি হবে বংশ বিস্তারের মাধ্যমে যা বিবাহের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রধান উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ

اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ -(النحل: ٧٢)

"আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সন্তান-সন্তুতি ও পুত্র-পৌত্রদের আর তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছেন পবিত্র বস্তু হতে।"

(সূরা নাহল ঃ ৭২)

মানুষের চির দিন বেঁচে থাকার আকাংখা মানুষকে সন্তান লাভে উদ্বুদ্ধ করে থাকে যেন তার মৃত্যুর পরও তার স্মৃতি বজায় থাকে। এজন্যই দেখা যায়

www.pathagar.com

নবী-রসূলগণও আল্লাহর নিকট সন্তান-সন্তুতি প্রার্থনা করেছেন। যেমনটি চেয়েছেন ইবরাহীম (আ.)। তিনি বলেনঃ

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ - (الصافات : ١٠١)

"হে আমার প্রভু! আমাকে নেক সন্তান দান করুন।" (সূরা সফ্ফাত ঃ ১০১)

আমরা আরও দেখতে পাই যাকারিয়া (আ.) প্রার্থনা করছেনঃ

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ - فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ - (الانبياء : ٨٩، ٩٠)

"হে আমার প্রভু! আমাকে নিঃস্ব করবেন না আর আপনিই তো উত্তম ওয়ারিস দানকারী। সুতরাং আমরা তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে দান করলাম 'ইয়াহিয়া'কে আর তাঁর স্ত্রীকেও তার জন্য উপযোগী করে দিলাম।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৯-৯০)

যখন একজন মুসলমান বিয়ের এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবে তখন তাকে অবশ্যই জানতে হবে এর মূল ভিত্তি ও উপকরণ-উপাদান যার ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে পবিত্র স্থায়ী দাম্পত্য জীবন। পরবর্তী আলোচনায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত তুলে ধরার প্রয়াস পাবো ইনশা আল্লাহ।

www.pathagar.com

প্রথমতঃ সঠিক নির্বাচন

যখন কোন মুসলমান পুরুষ বা নারী বিয়ে করতে মনস্থ করবে তখন তাকে– তার জীবন সঙ্গীকে সঠিকভাবে নির্বাচন বা বাছাই করবে। সুখী দাম্পত্য জীবন বা স্থায়ী ঘর গড়ার ক্ষেত্রে এটিই হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলঃ প্রত্যেক নারী-পুরুষই যেন বাছাই বা চয়ন করার ক্ষেত্রে মাপকাঠি নির্ধারণ করে নেয়। এক্ষেত্রে যেন বৈষয়িক মাপকাঠিই মুখ্য না হয়। ধন-সম্পদই যেন প্রধান প্রলুব্ধকারী বস্তু না হয় আর নারী শরীরও যেন প্রধান প্রলুব্ধকারী বস্তু না হয়ে যায় বরং বেশ কয়েকটি মৌলিক বিষয়কে বিবেচনায় রাখতে হবেঃ

১. দীনদার ও চরিত্রবান হওয়া

প্রথমতঃ দীনদার ও চরিত্রবান হওয়া। যার মধ্যে দীনদারী ও চরিত্র পাওয়া যায় না সে ব্যবসায়িক পার্টনার হবার যোগ্য নয় তাহলে কিভাবে চিরস্থায়ী জীবনের জন্য সে পার্টনার হতে পারে?

এ ব্যাপারে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেনঃ "এ দুনিয়ার সবকিছুই উপভোগ্য আর উত্তম উপভোগ্য হল নেককার নারী।" [১]

তিনি আরো ইরশাদ করেনঃ "কোন নারীকে বিবাহ্ করা হয়ে থাকে চারটি বিষয় দেখে– তার বংশমর্যাদা দেখে, তার ধন-সম্পদ দেখে, তার সৌন্দর্য দেখে এবং তার দীনদারী দেখে। অতএব তুমি দীনদারী দেখে বিয়ে কর তাহলে তোমার হাত সিক্ত থাকবে অর্থাৎ তুমি সুখী হবে।"[২]

অপর হাদীসে তিনি বলেন ঃ "আল্লাহ্ যাকে নেককার মহিলা দিয়েছেন, তাকে তিনি তার দীনের অর্ধেকের ব্যাপারে সহায়তা করেছেন। সুতরাং সে যেন বাকী অর্ধেক বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে।"[৩]

---

১. মুসলিম, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, হাদীস নং ১৪৬৭

২. বুখারী হাদীস নং ৫০৯০, মুসলিম হাদীস নং ১৪৬৬, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত।

৩. তাবারানী আওসাত গ্রন্থে, হাকেম ২/১৬১, তিনি এর সনদকে সহীহ্ বলে অভিহিত করেছেন এবং ইমাম জাহ্‌বী তা সমর্থন করেছেন।

www.pathagar.com

দীনদার মহিলাই স্বামীর হক ও বাড়ীর বিষয় সম্পর্কে থাকে সচেতন আর উপস্থিত-অনুপস্থিত সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহকে ভয় করে থাকে। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ـ

"নেককার নারী অল্পে তুষ্ট থাকে, অদৃশ্য বিষয়ে হেফাজত করে যা আল্লাহ হেফাজত রেখেছেন।" (সূরা নিসা ঃ ৩৪)

কতিপয় বর্ণনায় সতর্ক করা হয়েছে যেন কোন নারীকে তার ধন-সম্পদ দেখে বিয়ে করা না হয় কেননা তার মালের কারণে সে স্বেচ্ছাচারী হতে পারে। আর সৌন্দর্যের কারণে বিয়ে করবে না কেননা হতে পারে সে তার সৌন্দর্যের গৌবরে খারাপ পথে পা বাড়াতে পারে। বিশেষ করে যদি সে খারাপ পরিবেশে বেড়ে উঠে। অনেকেই একে গোবরে পদ্মফুলের জন্মের সাথে তুলনা করেছেন।

স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে হাদীস শরীফে এসেছে নারীর অভিভাবকদের বলা হয়েছেঃ "যখন তোমাদের নিকট প্রস্তাব আসে যার দীন ও চরিত্র সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্টচিত্ত তাহলে তার সাথে বিয়ে দাও। যদি তোমরা তা না কর তাহলে পৃথিবীতে বিরাট বিপর্যয় ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে।"[১]

কতিপয় সালাফ বলেছেন, যখন তোমার মেয়ের বিয়ে দেবে তখন দীনদার ছেলে দেখে বিয়ে দেবে। যদি সে তাকে ভালবাসে তাহলে তাকে সম্মানিত করবে আর যদি তাকে অপছন্দ করে তাহলে তার ওপর জুলুম করবে না।

অপর একজন বলেন, যে ব্যক্তি তার মেয়েকে কোন ফাসেক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিল সে আত্মীয়তার সম্পর্ককেই ছিন্ন করল!

প্রখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব নিজের মেয়েকে উমাইয়া খলিফার ছেলের সাথে বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং তাঁরই এক গরীব ছাত্রের সাথে বিয়ে দেন। তিনি তাকে সন্তুষ্টচিত্তে মেয়ের জামাই হিসেবে কবুল করেন এবং বাদশার ছেলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

---

১. তিরমিযী, হাকেম- আবু হুরায়রা (রা.) থেকে। তিরিমিযী ও বায়হাকী আবু হাতেম মুযনীর সূত্রে অপর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন এবং ইমাম আলবানী সেটিকে হাসান বলে জামেউস সাগীরে উল্লেখ করেছেন- ২৭০

www.pathagar.com

বিবাহ হল একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষকে সম্পৃক্ত করে দেয়ার নাম। আর মানুষ প্রকৃতপক্ষে তার পাশে যে ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে তা নয় বা তার সৌন্দর্য-সুরতের নাম নয় কিংবা তার শরীরের যে আবরণ রয়েছে তার নাম নয় বরং এই আবরণের মাঝে যা রয়েছে জ্ঞান-গরিমা, বুদ্ধি-বিবেক ও অন্তঃকরণের নাম। আর এ ব্যাপারেই মানুষকে সচেষ্ট হতে হবে কারণ এটিই অবশিষ্ট থাকবে, আর এছাড়া যা কিছু রয়েছে তা সবই চলে যাবে বা বিলীন হবার যোগ্য।

২. পারস্পরিক আত্মার মিল

দ্বিতীয় উপাদান যা আপনার জীবন সঙ্গীর মাঝে পেতে হবে তাহলঃ দু'পক্ষের মাঝে আত্মিক মিল বা মনের ঐকমত্য। কেননা মানুষের মাঝে এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের সাথে কোনভাবেই বসবাস করা সম্ভব হয় না। হয়ত প্রকাশ্যে কিছুই দেখা যায় না কিন্তু তার সাথে আপনার মতের সাথে মনের সাথে মিল হবে না। হাদীস শরীফে বিষয়টিকে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছেঃ "অন্তঃকরণগুলো সৈন্য-সামন্তের মত। যার সাথে পরিচিত হয়েছে অন্তরঙ্গ হয়েছে আর য়াকে অপছন্দ করেছে তার সাথে দ্বিমতপোষণ করেছে।" [১]

সুতরাং আত্মার মাঝে পারস্পরিক পরিচয় ও মিল হল অন্তরঙ্গতার মূল ভিত্তি আর অপছন্দ বা ঘৃণা করা হল মতপার্থক্যের মূল কারণ।

এটি বুঝা যাবে প্রথম দেখা-সাক্ষাতেই, আবার বুঝা যাবে ব্যক্তির কথাবার্তায় কিংবা তার আচার-আচরণে তা যতই তুচ্ছ হোক না কেন। সুতরাং যখন এ ব্যক্তির ব্যাপারে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হবে তখন আর অগ্রসর না হওয়াই উত্তম।

নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিয়ের পয়গাম দিলো সে যেন তাকে ভালভাবে দেখে নেয়। তাঁকে একজন সাহাবী জানালেন যে, সে এক মেয়েকে বিয়ের পয়গাম দিছে। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি

---

১. আয়েশা (রা.) হতে বুখারী, হাদীস নম্বর ৩৩৩৬, আহমাদ ৭৯৩৫, আবু হুরায়রা (রা.) হতে মুসলিম হাদীস নং ২৬৩৮, ইবনে মাসউদ (রা.) হতে তাবারানী, দারেমী ২/১৩

www.pathagar.com

কি তাকে দেখেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি তাকে দেখ। কেননা তোমাদের সম্পর্ক স্থায়ী হবার ব্যাপারে এটি ইতিবাচক হবে।"[১]

অর্থাৎ তোমাদের মাঝে অন্তরঙ্গতা ও সামঞ্জস্যতা সৃষ্টি হবে দৃষ্টি বিনিময়ের ফলে, কেননা দৃষ্টি হল অন্তরের দূত।

দৃষ্টি দেয়া বা দেখা শুধুমাত্র পুরুষেরই অধিকার নয় বরং সেটি নারীরও অধিকার বটে। এজন্য তাকেও দেখার সুযোগ করে দিতে হবে যেমন ভাবে তাকে দেখবে। তারা যেন একে অপরের সাথে কথা-বার্তা বলার সুযোগ পায়। আর এর দ্বারা একে অপরের মনের মাঝে স্থান করে নিতে পারে অন্তত বাহ্যিকভাবে হলেও। সবচেয়ে বড় কথা হল যেন একে অপরের অন্তরে প্রবেশ করার সুযোগ পায় এবং একে যেন অপরের অতি নিকটে বলে অনুভব করে আর সে যেন ওকে নিয়েই পূর্ণতা লাভ করবে। এদিকে দৃষ্টি দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা একে অপরের অংশবিশেষ।"

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৯৫)

তারা যেন এটা অনুভব না করে যে সে একপ্রান্তে আর অপর জন অন্য প্রান্তে। একজন পশ্চিমে আর অপর জন পূর্বদিকে। এদের দু'জনের মাঝে দেখা নাই। আর এটাই হল 'পারস্পরিক আত্মার মিল' যে ব্যাপারে আমরা আলোচনা করলাম যাকে একে অপরের জুটি বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যেন মনে হয় তারা দু'জন এক ব্যক্তি।

আরবী ভাষার এটি এক অপূর্ব সৌন্দর্য -এটি কুরআনের ভাষা- যে যৌথ জীবন সঙ্গীর প্রত্যেক পার্টনারকে 'যাওজ' (زوج) বলে অভিহিত করেছে। সুতরাং পুরুষকে বলা হয় 'যাওজ' আর স্ত্রীকেও বলা হয় 'যাওজ'। 'যাওজ শব্দটির অর্থ হল দু'জন (জুটি)। সুতরাং এদের প্রত্যেকেই একে অপরের পরিপূরক এবং একীভূত সত্ত্বা। এদের কেউ প্রকাশ্যে এক ব্যক্তি হলেও বাস্তবে জোড়া বা 'যাওজ'।

আমি এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই যে, বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী একে অপরকে দেখার বিষয়টি যা ইসলাম অনুমোদন করেছে

---

১. ইমাম আহমাদ মুগীরা (রা.) থেকে ১৮১৫৪; দারেমী ২/১৩৪; তিরমিযী ১০৮৭। নাসাঈ আনাস (রা.) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন ৬/৬৯, ৭০, ইবনে মাজা ১৮৬৫, ইবনে হিব্বান ৪০৪৩, এর তাহকীককারী এটির সনদকে ইমাম মুসলিমের আরোপিত শর্তে সহীহ বলেছেন, হাকেম ২/১৬৫; বায়হাকী ৭/৮৪

www.pathagar.com

এবং যার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে। এটি অনেক মুসলিম দেশে ইদানিং খুবই উপেক্ষিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে বিশেষ করে আরব উপসাগরীয় দেশগুলোতে।

এখানে প্রস্তাবদাতা বরকে কোন অবস্থাতেই কনেকে দেখতে দেয়া হয়না। ইসলামী শরিয়তের খেলাফ এই প্রথা ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। অনেকেই এটা দূষণীয় মনে করেন যে পাত্র তার পয়গাম দেয়া পাত্রীকে দেখবে বা পাত্রী পাত্রকে দেখবে বাসর রাতের পূর্বে। অনেক সময় এরূপও হয় যে বিয়ের আকদ হয়ে গেছে অর্থাৎ শরীয়তের দৃষ্টিতে তারা স্বামী-স্ত্রী! কিন্তু তার পরও বাসর রাতের পূর্বে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করতে দেয়া হয় না।

আরও আশ্চর্যের বিষয় হলঃ বিয়ের পয়গাম দেয়া পাত্রী স্কুল-কলেজ, ভার্সিটি, বাজার বা হাসপাতাল ইত্যাদি যাচ্ছে বরং বিভিন্ন আরব ইউরোপের রাজধানী বা শহর সফর করছে চেনা-অচেনা লোকজনের সাথে দেখা হচ্ছে, সে যেমন বিক্রেতা, শিক্ষক, ডাক্তার ইত্যাদি লোকজনকে দেখছে, তাকেও অন্যরা দেখছে কিন্তু বেচারা বরের জন্য পাত্রীকে দেখা জায়েয মনে করা হচ্ছে না। অথচ বাস্তবেই আকদ হওয়ার কারণে শরিয়তের দৃষ্টিতে সে তার স্বামী হয়ে গেছে (যাকে আল্লাহ "শক্ত বন্ধন বলে অভিহিত করেছেন।)

এমনিভাবে বেচারী পাত্রীও তার প্রস্তাবিত বরকে দেখতে পাচ্ছে না অথচ অন্যান্য সব মহিলাকেই দেখতে পাচ্ছে।

পক্ষান্তরে মুসলমানদের একটি গোষ্ঠীকে দেখা যাচ্ছে যারা পশ্চিমা ভাবধারায় লালিত তারা কনেকে ছেড়ে দিচ্ছে বরের সাথে অবাধ চলাফেরা করার জন্য। যেখানে ইচ্ছা যাচ্ছে, সিনেমা হলে বা থিয়েটারে বা অন্য কোথাও তাকে নিয়ে ঘুরছে এদের কেউ দেখার নেই চলছে লাগামহীনভাবে। অনেক সময় দেখা যায় এ বিয়ে হয়-ই না। আর এটিই মুসিবত ও আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যা শোধরাবার আর কোন পথ থাকে না। পশ্চিমা কালচারের পেছনে ছুটে এদের ধ্বংস ডেকে আনা হয়েছে। ওদেরকে অন্ধ প্রচলিত প্রথা বিপর্যয়ে ফেলেছে আর এদেরকে বল্গাহীন পশ্চিমা অনুসরণ ধ্বংস ও বিপর্যস্ত করছে। আর এ দু'ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সঠিক ইসলাম সম্পূর্ণ মুক্ত।

www.pathagar.com

৩. পাত্র-পাত্রীর উপযুক্ততা

তৃতীয় বিষয় হল ব্যক্তিত্বের উপযুক্ততার বিষয়টি দেখতে হবে। তার আর্থিক, মানসিক, বয়স ও সামাজিক অবস্থার দিকে নজর দিতে হবে যেন এসবের কোন ঘাটতির কারণে যেন দাম্পত্য জীবন ব্যাহত না হয় এবং এরফলে যেন ছাড়াছাড়ি না হয়ে যায়।

একজন নিঃস্ব-গরীব লোকের উচিত হবে না একজন ধনাঢ্য মহিলাকে বিয়ে করা যে তার চেয়ে ধন-দৌলতের দিক দিয়ে অগ্রগামী এবং এর চেয়ে উন্নত জীবন যাপন করে। প্রকৃত ব্যাপার হল পুরুষ নারীর ওপর কর্তৃত্বশীল হবে এবং তার খরচাপাতি বহন করবে কিন্তু এখানে এই নারীকেই খরচাপাতি বহন করতে হবে বিধায় সে তার ওপর কর্তৃত্ববান না হয়ে তার (স্ত্রীর) কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়বে।

একজন অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তির ইউনিভার্সিটির শিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করা উচিত নয় তেমনি এর উল্টোটিও উচিত হবে না কেননা এদের মাঝে শিক্ষা-দিক্ষার বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। এদের মাঝে শুধুমাত্র মিল হবে খাওয়া-দাওয়া এবং যৌন সম্ভোগের।

একজন যুবকের বিয়ে করার ক্ষেত্রে বৃদ্ধা খোঁজা উচিত হবে না। ঠিক তেমনিভাবে একজন যুবতীর জন্য বৃদ্ধা স্বামী, সাধারণতঃ এর পেছনে থাকে আর্থিক কারণ। এর দ্বারা অনেক ক্ষেত্রেই বিয়ের উদ্দেশ্য পন্ড হয়, এর স্বচ্ছতা কলুষিত হয়। এ কারণেই নবী করীম (সা.) জাবেরকে-আনসার যুবক, যিনি নবী করীম (সা.)-কে নিজের বিয়ে করার সংবাদ জানিয়েছিলেন- তিনি তাকে বললেন, কুমারী না পূর্ব-বিবাহিতা? তিনি বললেন, বরং পূর্ব-বিবাহিতা। তিনি বলেন, যদি কুমারী হত তুমি তার সাথে রঙ্গতামাসা করতে আর সেও তোমার সাথে রঙ্গতামাসা করত।”[১]

তখন তিনি জানালেন যে, তার আব্বা শহীদ হয়েছেন এবং তার ছোট ছোট বেশ কয়েকজন বোন রয়েছে। তাদের জন্য একজন এমন মহিলার দরকার যে তাদের লালন-পালন করবে, (তার মা মারা গিয়েছিল)। যদি

১. বুখারী ও মুসলিম জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, আল-লুলু ওয়লমারজান ৯৩০

www.pathagar.com

সে একজন তাদের বয়সী কুমারী মেয়েকে বিবাহ্ করত তাহ্লে তাদেরকে মানুষ করা যেত না। এই সাহাবীর বিয়ের উদ্দেশ্যই ছিল বোনদেরকে লালন-পালন করানো এজন্য সে একটু বয়স্কা মহিলাকে বিয়ে করে কুমারীর সম্ভোগ কুরবানী দিয়ে এমন একজন মহিলাকে নিয়ে আসে যে তাদের মায়ের ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়।

এথেকে বুঝা যায় বাহ্যিকভাবে একে অপরের উপযুক্ত বা সমকক্ষ হওয়া যা মানুষ মনে করে বিশেষ কোন কারণে এ থেকে কিছু পার্থক্য হতে পারে। সুতরাং একজন যুবক বিয়ে করতে পারে তার চেয়ে বয়সে বড় কোন মহিলাকে আবার কোন মহিলা তার চেয়ে বয়সে ছোট কোন পুরুষকে বিয়ে করতে পারে বা তার চেয়েও বয়স্ক কোন পুরুষকে তবে এর পেছনে বিশেষ বলিষ্ঠ কারণ থাকতে হবে এবং উভয় পক্ষকে এ ব্যাপারে সম্মত হতে হবে। যেন তারা সন্তুষ্টচিত্তে এ ব্যাপারে একমত হয় এবং তাদের দাম্পত্য জীবন স্থায়ী ও সুখী হয়।

দ্বিতীয়তঃ পছন্দ করার স্বাধীনতা

সঠিক নির্বাচন করার পর আরেকটি বিষয় খুবই জরুরী তাহল নারী পুরুষ একে অপরকে পছন্দ করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে। বাইরে থেকে তাদের ওপর কোন কিছু চাপিয়ে দেয়া যাবে না, যদিও তা সম্মানিত পিতার বা শ্রদ্ধাশীলা মায়ের অভিমত কিংবা স্নেহের ভাইবোনদের মতামত হয়।

বিয়ের উদ্দেশ্য হল স্থায়ী ঘর-সংসার করা যার ভিত্তি হল প্রীতি ও ভালবাসা। সে জন্য একে অপর সঙ্গীকে তাদের ওপর কোনরূপ চাপ বা বলপ্রয়োগ ছাড়াই বা কোন রকমের আর্থিক বা শারীরিক চাপ ব্যতিরেকে পছন্দ করার সুযোগ দিতে হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের সমাজে পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত প্রথা মোতাবেক অনেক পরিবারেই ছেলেমেয়েদের অভিমতের ওপর হস্তক্ষেপ করে থাকে এ ব্যাপারে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের উপর বেশী হস্তক্ষেপ হয়ে থাকে।

ছেলেমেয়েদের মাঝে এই মতপার্থক্যের কারণে চিন্তার অনৈক্য সৃষ্টি হয় এবং দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা বিদ্যমান থাকে। অনেক পরিবার আবার শরিয়ত

www.pathagar.com

বহির্ভূত কাজকর্ম করে থাকে। যেমন ছেলে তার চাচাতো বোনকেই বিয়ে করতে বাধ্য, সে তার জন্য নির্দিষ্ট। সে তার চাচাতো ভাই ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। অনেক সময় দেখা যায় তার ব্যাপারে তার চাচাতো ভাইয়ের কোন আগ্রহই নেই। বরং তাদের উভয়ের মন অন্য কারো প্রতি আকৃষ্ট বিষয়টি অবার প্রত্যেকেই জানে। এরপরও সম্ভ্রান্ত পরিবারটি এদের মতের বিরুদ্ধে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে। এতে অনেক সময় দেখা যায় পরবর্তীতে তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

মিসরে এমন কিছু সম্ভ্রান্ত পরিবার রয়েছে যারা শহরতলীতে বসবাস করে। তারা নিজ কবিলা ছাড়া মেয়েদের অন্য কোন কবিলার সাথে বিয়ে দেয় না যদিও চাচাতো ভাই হওয়া শর্ত নয়। তারা অন্যদেরকে 'ফাল্লাহ' (চাষী) বলে থাকে। যদিও পাত্র উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয় কিংবা সামাজিক গণ্যমান্য ব্যক্তি হয় তবুও তারা তাদের নিকট চাষা-ভুষা হিসেবেই আখ্যায়িত। তারা "ফাল্লাহ"-এর কোন পাত্রে বিয়ে দেয় না। তারা বলে থাকে "কুমীরে খেলেও ফাল্লাহকে [চাষীকে] দেব না।"

অনেক সময় পরিবারের লোকজন এক বিশেষ ব্যক্তির ব্যাপারে আগ্রহী থাকে তার আর্থিক অবস্থা বা সামাজিক অবস্থানের কারণে কিন্তু মেয়ে তাকে পছন্দ করে না বরং তাকে সহ্যই করতে পারে না কিন্তু পরিবারের লোকজন জোর করে তাকে ওর সাথে বিয়ে দেয় আর মনের আবেগকে করে আশাহত। এ ব্যাপারে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেনঃ "বিয়ের মাধ্যমে দু'জনের যে ভালবাসা হয় অন্য কিছুর মাধ্যমে তা হয় না।" ১

এটি ছেলের ক্ষেত্রে বেশী ঘটে থাকে যখন তার পরিবার বিরাট কোন ধনী পরিবারে বিয়ে দিতে মনস্ত করে সেক্ষেত্রে তার আশা-আকাংখার কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। এরফলে বিয়ে টিকে থাকে টাকা-পয়সাকে কেন্দ্র করে

১. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে ইবনে মাজা হাদীস নং ১৮৪৭, হাকেম হাদীস নং ২/১৬০, তিনি একে ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লামা আলবানী এটিকে সহীহ জামে উস্‌সাগীর-এ উল্লেখ করেছেন এবং সহীহ বলে বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং ৫২০০

www.pathagar.com

যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের মত দুঃখজনক ঘটনা ঘটতেও দেখা যায়।

জাহেলিয়াতের যুগে আরবে এধরনের ফ্যাসীবাদী চাপ জারি ছিল। ইসলাম এসে এই চাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করে দেয় এই স্বাধীনতা দান করে পাত্র পাত্রীকে যেন নিজের ভবিষ্যৎ নিজে গড়ার সুযোগ পায় এবং নিজ দায়িত্ব পলন করার সুযোগ পায়।

নবী করীম (সা.) বিশেষভাবে মহিলার ওপর ইনসাফ কায়েম করেন তাকে বর চয়ন করার অধিকার প্রদান করার মাধ্যমে। তিনি এ ব্যাপারে তার পিতা বা নিকটজন বলপ্রয়োগক করাকে মোটেই গ্রহণ করেননি যদি সে তার প্রস্তাবিত বরকে অপছন্দ করে এবং তাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়।

এ ব্যাপারে নবী করীম (সা.) থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, তিনি খানসা বিন্‌তে খাদ্দাম আনসারীর বিয়ে বাতিল করে দেন যখন সে নবী করীম (সা.)-এর নিকট অভিযোগ করে, "তার পিতা তার বিয়ে দিয়েছে -এমন ব্যক্তির সংগে যার পূর্বে বিয়ে হয়েছিল- আর সে এটি অপছন্দ করছে।"[১]

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। "একজন কুমারী মেয়ে নবী (সা.)-এর নিকট এসে উল্লেখ করে, তার পিতা তার বিয়ে দিয়েছে অথচ সে এটাকে অপছন্দ করছে। তখন নবী করীম (সা.) তাকে এব্যাপারে এখতিয়ার প্রদান করেন।"[২]

ইমাম সানআনী (রহ.) হাদীসে ব্যাখ্যায় বলেছেন, ইতিপূর্বে আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে- "কুমারী মেয়ের অনুমতি না নিয়ে বিয়ে দেয়া যাবে না।" এই হাদীসে যা বুঝা যায় তা স্পষ্ট। পিতা কর্তৃক তার কন্যাকে জোর করে বিয়ে দেয়া হারাম। অন্যান্য অভিভাবকের কথাতো আসতেই পারে না।

---

১. বুখারী, আহমাদ ও অন্যান্য সূনান হাদীস গ্রন্থে খানসা (রা.) থেকে বর্ণিত।

২. আহমাদ ২৪৬৯, আবু দাউদ বিবাহ অধ্যায় ২০৯৬, ইবনে মাজা ১৮৭৫, [হাদীসটিকে মুরসাল বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ইমাম সানআনী সুবুলুস সালাম গ্রন্থে এ অভিযোগ খন্ডন করেছেন ৩/২৫৯, সংস্করণ- দারুল কিতাব আল-আরাবী]

www.pathagar.com

ইমাম সানআনী (রহ.) তাদের বক্তব্যও খন্ডন করেন যারা বলে, তার পিতা বিয়ে দিয়েছিল অসামাঞ্জস্যপূর্ণ পাত্রের নিকট। তিনি বলেন, এই ব্যাখ্যার কোন প্রমাণ নেই। যদি সেটি হত তাহলে মেয়েটি তার উল্লেখ করতো। বরং বলতঃ তাকে বিয়ে দিয়েছে তার অপছন্দ সত্ত্বেও। সুতরাং কারণ হচ্ছে "তার অপছন্দ হওয়া" আর এর উপরই এখতিয়ারকে যুক্ত করা হয়েছে। কেননা সেটিই উল্লেখ রয়েছে। যেন বলা হয়েছে- যদি তুমি অপছন্দ কর তাহলে তোমার এখতিয়ার রইল।[১]

মুমিনদের জননী আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক যুবতী তার নিকটে এসে বলল, আমার আব্বা আমাকে তার ভাতিজার নিকট বিয়ে দিয়েছেন; তিনি এর দ্বারা আমার উপর তাঁর আক্রোশ চরিতার্থ করতে চান আর আমি ছেলেটাকে অপছন্দ করি। তিনি বললেন, তুমি বস নবী করীম (সা.) আসুক। এরপর নবী করীম (সা. এলে তাঁকে বিষয়টি জানানো হল। তিনি মেয়েটির বাবাকে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর এব্যাপারে তাকে (মেয়েটির) এখতিয়ার দেয়া হল। তখন সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার আব্বা যা করেছেন তা আমি মেনে নিলাম কিন্তু আমি নারীদেরকে জানাতে চেয়েছি যে, এ ব্যাপারে বাবাদের করার কিছুই নেই।"[২]

অর্থাৎ মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে তাদের অপছন্দের পাত্রের নিকট বিয়ে দিতে বাবার অধিকার নেই।

সহীহ মুসলিমে উল্লেখ রয়েছে– "কুমারী মেয়ের নিকট তার পিতা মতামত গ্রহণ করবে।"[৩]

নাসাঈ সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছেঃ "ইয়াতীম মেয়ের মতামত চাওয়া হবে, যদি সে চুপ থাকে তাহলে সেটিই তার সম্মতি বলে ধরা হবে আর যদি অসম্মতি প্রকাশ করে তাহলে কোনভাবেই বিয়ে দেয়া যাবে না।"

এর দ্বারা একজন নারী তার নিজের ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী হয়েছে। সে নিজে তার জীবন সাথীকে চয়ন করবে যখন তাকে

---

১. দেখুন : সুবুলুস সালাম, খ. ৩, পৃ. ২৫৯, সংস্করণ- দারুল কিতাব আল-আরাবী।

২. (নাসাঈ. মুজতাবা- বিয়ে অধ্যায়, ৬/৮৭)

৩. মুসলিম. বিবাহ অধ্যায়. হাদীস নং ১৪১৯

www.pathagar.com

চয়ন করার এখতিয়ার দেয়া হবে। তার সম্মতি ব্যতিরেকে বিয়ে দেয়া যাবে না।

কতিপয় মাজহাবে ওলি বা অভিভাবকের উপস্থিতির যে শর্তারোপ করা হয়েছে এর উদ্দেশ্য হল বিয়ে যেন উভয় পক্ষের সম্মতিতে অনুষ্ঠিত হয় এরপর যেন কোন ধরনের বাধা-বিপত্তি না ঘটে। পুরুষেরা যেন মহিলাদের সাথে পরামর্শ করে মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে, মা তার মেয়েদেরকে বাবার সংবাদ জানিয়ে দেয় যে কোথায় কার সাথে বিয়ে ঠিক হচ্ছে, এমনকি মা যেন তার মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে যে, উমুক স্থানে বিয়ে হচ্ছে আর সেও এ ব্যাপারে রাজি-সন্তুষ্ট।

তৃতীয়তঃ স্বামী-স্ত্রীর অধিকারের প্রতি দৃষ্টি দেয়া

স্থায়ী বিবাহ বন্ধনের তৃতীয় ভিত্তি যার ওপর পরিবারের মাঝে স্নেহ-সম্প্রীতি নির্ভর করেছে তাহল- স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একে অপরের অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখবে, এ ব্যাপারে কেউ কার্পণ্য বা বাড়াবাড়ি করবে না।

স্বামী-স্ত্রীর একের অধিকার সংরক্ষণ অন্যের জন্য ওয়াজিব এজন্য একজন অপরের কাছে হক দাবী করা উচিত নয় কেননা সে তার উপর ওয়াজিব দায়িত্ব পালন করছেনা। বরং ইসলামের বিধান হল ওয়াজিব বিষয়ের প্রতি খেয়াল রেখেই হক তার প্রাপকের নিকট পৌছাতে হবে। সন্তানদের উপর পিতার হক হল যে তারা পিতার সাথে নেক আচরণ করবে। আর পিতার ওপর সন্তানদের অধিকার হল তিনি তাদের উত্তমভাবে লালন-পালন করবেন। স্ত্রীর স্বামীর উপর অধিকার হল তার ভরণ-পোষণ আদায় করা এবং স্বামীর অধিকার হল স্ত্রী ও পরিবারের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা।

এসব অধিকার বা হকের ব্যাপারে যথাযথ দায়িত্ব পালন করা হলে মহান আল্লাহ যেমনটি নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবেই নিজের হক বা অধিকারকে হেফাজত করা হল বলে বুঝা যাবে।

এ কারণে ইসলাম হক বা অধিকার দাবী করার চেয়ে হক আদায় করার ক্ষেত্রে বেশী জোর দিয়েছে। কেননা অধিকার আদায় করাই উত্তম চরিত্রের

www.pathagar.com

পরিচায়ক পক্ষান্তরে অধিকার দাবী করা মূলতঃ স্বার্থপরতার দিকেই ইঙ্গিত বহন করে।

এ ব্যাপারে মূল বা আসল হলঃ স্বামী-স্ত্রী একে অপরের অধিকার আদায় করে দেবে এবং নিজেরা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। কুরআন মজীদে স্ত্রীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ـ (البقرة : ٢٢٨)

"আর নারীদের রয়েছে বিধি মোতাবেক অধিকার। যেমন আছে তাদের উপর (পুরুষদের) অধিকার। আর পুরুষদের জন্য রয়েছে তাদের উপর মর্যাদা।" (সূরা বাকারা ঃ ২২৮)

এখানে 'দারাজাহ' (মর্যাদার)-এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে– কর্তৃত্বের মর্যাদা যা পুরুষের দায়িত্ব। আর ব্যাখ্যায় এও বলা হয়েছে যে– নারীর চেয়ে পুরুষকেই অধিক দায়িত্ব-কর্তৃত্ব পালন করতে হবে।

বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলিম উম্মতের জ্ঞানভান্ডার ও কুরআনের ভাষ্যকার আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন এবং দাড়ি পরিপাটি করছিলেন আর মুখমন্ডলকে সৌন্দর্যমন্ডিত করছিলেন। বিষয়টি আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের আযাদকৃত গোলাম নাফে লক্ষ্য করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের চাচার ছেলে! আপনি এটা কি করছেন? আপনার নিকট গোটাদুনিয়ার মানুষ ছুটে আসছে (অর্থাৎ জ্ঞান আহরণ ও ফতওয়ার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসছে।) তিনি বললেন, নাফে এতে আমার দোষের কি রয়েছে? আমি আমার স্ত্রীর জন্য নিজেকে সৌন্দর্যমন্ডিত করছি যেমনটি আমার স্ত্রী আমার জন্য নিজেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখে। আর আল্লাহর কিতাবে আমি এ বিধান পেয়েছি।

নাফে বলল, আল্লাহর কিতাবে আপনি এটা কোথায় পেয়েছেন?

তিনি বললেন, মহান আল্লাহর এ বাণীতেঃ

www.pathagar.com

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ - (البقرة : ٢٢٨)

"আর নারীদের রয়েছে বিধি মোতাবেক অধিকার। যেমন আছে তাদের উপর (পুরুষদের) অধিকার। আর পুরুষদের জন্য রয়েছে তাদের উপর মর্যাদা।"[১]

একজন নারীর উপর যেমন ওয়াজিব যে, সে তার স্বামীর জন্য সেজেগুজে থাকবে তেমনি তারও অধিকার রয়েছে যে, তার জন্য তার স্বামীও নিজেকে সুন্দর অবয়বে রাখবে। আর এটাই হল সুন্দর বা মারুফের দাবী।

❑ শরীয়তের বিধান ও প্রচলিত ভাল প্রথার দিকে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব

স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকে একে অপরের অধিকারের প্রতি খেয়াল করবে, তাদেরকে অবশ্যই এ অধিকার সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হবে। আর এটি জানার জন্য দু'টি মূল বিষয়ের দিকে নযর দিতে হবেঃ শরয়ী বিধান ও ভাল প্রচলিত ভাল প্রথা।

তা হলঃ পরিবার গঠন হবে দু'টি মৌলিক জিনিসের উপর ভিত্তি করে যা কুরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর উপর বিশেষ তাকিদ দেয়া হয়েছে ঃ আল্লাহর বিধি-বিধান ও প্রচলিত ভাল প্রথা।

১. আল্লাহর বিধি-বিধান (হুদুদুল্লাহ্)

আল্লাহর হুদুদ বা বিধি-বিধান তার নির্দেশাবলী ও নিষিদ্ধ বিষয় যা বর্ণিত হয়েছে তার সীমারেখা ও শর্তাবলী বলে দেয়া হয়েছে। আর এ জন্যই কুরআন মজীদে পরিবার সংক্রান্ত আলোচনায় বার বার তার উল্লেখ হয়েছে (হুদুদুল্লাহ্ শব্দটি) যেমন উদাহরণ স্বরূপ ঃ

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ج وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ - (البقرة : ٢٢٩)

১. ইবনে আবী শায়বা মুসান্নাফ গ্রন্থে এবং বায়হাকী তাঁর কুবরা এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে কাসীর ও তাবারী তাঁদের তাফসীরে এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

"এ হল আল্লাহর দেয়া সীমারেখা সুতরাং তোমরা এর লংঘন করোনা। আর যারা আল্লাহর বিধি-বিধান লংঘন করবে তারাই হল অত্যাচারী।"

(সূরা বাকারা ঃ ২২৯)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ـ

"এসব আল্লাহর বিধি-বিধান। আর যারাই আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধানের লংঘন করবে সে প্রকৃতপক্ষে নিজের উপরই জুলুম করল।" (সূরা তালাক-১)

আর অল্লাহর বর্ণিত এসব বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে স্বামীর উপর স্ত্রীর হক ঃ

(ক) মোহর ঃ এটি স্ত্রীর হক বা অধিকার যা স্বামী স্ত্রীকে উপহার হিসেবে প্রদান করবে যেন তার প্রতি তার অন্তঃকরণ আকৃষ্ট হয় অনুরাগী হয় এবং তার প্রতি অনুরক্ত হয় এবং তার প্রতি আগ্রহী হয়। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ط فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا ـ (النساء : ٤)

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মোহর প্রদান কর উপঢৌকন হিসেবে। যদি তারা স্বেচ্ছায় তা থেকে তোমাদেরকে কিছু দেয় তবে নিঃসংকোচে তা ভক্ষণ কর।" (সূরা নিসা ঃ ৪)

(খ) খোর-পোশঃ খার-পোশের যা দরকার হয় খানা-পিনা, কাপড়-চোপড়, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি সাধ্যমত দিবে এতে কার্পন্য ও অপব্যয় করা যাবে না। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتٰهُ اللّٰهُ ـ (الطلاق : ٧)

"সম্পদশালী তার সাধ্যানুযায়ী খোরপোষ দেবে আর যার রিযিক সীমাবদ্ধ সে আল্লাহর দেয়া রিযিক অনুপাতে খোর-পোষ বহন করবে।"

(সূরা তালাক ঃ ৭)

www.pathagar.com

নবী করীম (সা.) স্ত্রীর ভরণ-পোষণকে মিসকিনকে দান এবং জিহাদের চেয়েও বেশী পূণ্যময় বলে গণ্য করেছেন।[১]

(গ) উত্তমরূপে দাম্পত্যজীবন যাপন করা

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -(النساء : ١٩)

"তোমরা তাদের সাথে মিলে সদ্ভাবে বসবাস কর।" (সূরা নিসা ঃ ১৯)

এর দাবী হল– উত্তম আচরণ, সহনশীল মনোভাব, কথা ও কাজে সহমর্মিতার বহিঃপ্রকাশ করতে হবে, কর্কশ, নিষ্ঠুর, রূঢ় আচরণ করা যাবে না। মহান আল্লাহ্ তাদের অধিকারকে বিরাট বলে অভিহিত করেছেন তাঁর এ বাণীতেঃ " আমি তোমাদের নিকট তাদের ব্যাপারে কঠিন চুক্তি (অঙ্গিকার) গ্রহণ করেছি।" (সূরা নিসা ঃ ২১)

নবীদের নিকট থেকে যেভাবে অঙ্গিকার নেয়া হয়েছিল ঠিক সেভাবেই এই অঙ্গিকারকে মহান আল্লাহ্ চিত্রিত করেছেন। তিনি বলেনঃ "আর যখন আমরা নবীদের নিকট থেকে তাদের অঙ্গিকার গ্রহণ করি আর আপনার নিকট হতে, নুহ, ইবরাহীম, মুসা এবং মরিয়ম তনয় ঈসা হতে। আর আমি তাদের নিকট হতে পাকা অঙ্গিকার গ্রহণ করেছিলাম।"

(সূরা আহযাব ঃ ৭)

মহান আল্লাহ্ সূরা নিসার (দশ অধিকারের কথা সম্বলিত) ৩৬ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেনঃ "তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করিও না আর পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর...."পার্শ্বস্থিত লোক"...। কতিপয় মুফাসসির বলেন, 'পার্শ্বস্থিত লোক' বলতে 'স্ত্রী'-কে বুঝানো হয়েছে।

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে নবী করীম (সা.) নারীদের ব্যাপারে সৎ উপদেশ দিতে বিশেষ তাগিদ দিয়ে বলেনঃ "তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।"[২]

১. দেখুন, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, হাদীস নং ১৮২৭

২. মুসলিম, জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত লম্বা হাদীসের অংশ বিশেষ, হাদীস নং ১২১৮

www.pathagar.com

তিনি আরও বলেনঃ "নারীদেরকে কল্যাণকর উপদেশ দাও।"[১]

এসবই একজন পুরুষের উপর ওয়াজিব যে সে স্ত্রীর সাথে উত্তম জীবন যাপন করবে, তার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করবে, সহনশীল হবে, তাদের মাধ্যে কলহ বা ঘৃণার উদ্রেক করে কিংবা বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করে এমন বিষয় থেকে সতর্ক থাকবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا- (البقرة : ١٩)

"তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে। যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর তাহলে হতে পারে তোমরা (তাদের) এমন কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ এতে অসংখ্য কল্যাণ রেখেছেন।" (সূরা নিসা ঃ ১৯)

স্বামীকে স্ত্রীর সাথে আচরণের ক্ষেত্রে বাস্তবমুখী হতে হবে। কল্পনার জগতে উড়াল দিলে চলবে না। বরং বাস্তবতার আলোকে একজন মানুষ হিসেবে তার সাথে আচরণ করবে। তারমধ্যে যেসব ইতিবাচক দিক রয়েছে সেগুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। তেমনিভাবে তার মধ্যে যা নেতিবাচক দিক রয়েছে তার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ "কোন মুমিন কোন মুমিনাকে ঘৃণা করবে না। যদি কোন কারণে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় তবে অন্য কারণে (হয়তোবা) তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে।"[২]

ইমাম গাজ্জালী বলেন, জেনে রাখুন, উত্তম আচরণ বলতে তার (স্ত্রীর) সাথে রুঢ় আচরণ বন্ধ করার নাম নয় বরং তার পক্ষ থেকে রুঢ় আচরণ হলে তা সহ্য করতে হবে, সে রাগ করলে তার সাথে সহিষ্ণু হতে হবে আর এক্ষেত্রে রাসূলের অনুসরণ করবে। রাসূল (সা.)-এর স্ত্রীরা তাঁর সাথে কথাবার্তায় বাকবিতন্ডা করতেন। তাদের কেউ কেউ তাঁর সাথে (রাগের কারণে) সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কথাবার্তা বন্ধ রাখতেন।[৩]

---

১. বুখারী- হাদীস নং ৫১৮৬, মুসলিম- হাদীস নং ১৪৬৮

২. মুসলিম, দুধপান করানো অধ্যায়, হাদীস নং ১৪৬৯

৩. এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, অধ্যায়- বিবাহের আদব, ২/৪৩, স. দারুল মা'রিফা, বৈরূত।

www.pathagar.com

ভালভাবে দাম্পত্য জীবনেরই অংশ বিশেষ হল- হাসি-ঠাট্টা, খেল-তামাসার মাধ্যমে দুঃখ-কষ্ট দূর করতে হবে। এসবের দ্বারা মেয়েদের মন প্রফুল্ল হয়, যেমনটি নবী করীম (সা.) তাঁর স্ত্রীদের সাথে করতেন। এমনকি তিনি আয়েশা (রা.)-এর সাথে একদিন দৌড় প্রতিযোগিতা করেন এবং তার কাছে হেরে যান। এরপর পরবর্তীতে আরেকবার দৌড় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন আর এবার তিনি জিতে যান। অতঃপর বলেন, এটি সে দিনের প্রতিশোধ।"[১] অর্থাৎ দৌড় প্রতিযোগিতায় ফলাফল আজ সমান সমান হল।

নবী করীম (সা.) আয়েশার জন্য সুযোগ করে দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন মসজিদে অনুষ্ঠিত হাবশীদের বর্শাখেলার মহড়া দেখতে পারেন। শেষ পর্যন্ত তিনি অনেকক্ষণ দেখে চলে আসেন। এ প্রসঙ্গে আয়েশা (রা.) বলেন, তিনি আমাকে তাঁর পেছনে দাঁড় করিয়ে দেন, তাঁর গাল আমার গালের সাথে লেগে গিয়েছিল।"[২]

নবী করীম (সা.) বলেনঃ "তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যে তার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম। আর আমি আমার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি।"[৩]

তিনি অন্যত্র বলেনঃ মুমিনদের মধ্যে ঈমানের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ সেই যার চরিত্র উত্তম এবং পরিবারের সাথে সহিষ্ণু আচরণকারী।"[৪]

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে অধিকার রয়েছে তন্মধ্যে কিছু দিক আলোকপাত করা হলঃ

(ক) পরিবারের উপর তার কর্তৃত্বকে মেনে নিতে হবে।

কুরআন মজীদে এটিকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ - (النساء : ٣٤)

১. আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, আয়েশা (রা.) হতে সহীহ সনদে বর্ণিত, যেমনটি আল্লামা ইরাকী এহইয়াউ উলুমের তাখরীজে উল্লেখ করেছেন।

২. বুখারী, মুসলিম, আল-লুলু ওয়াল মারজান ৫১৩

৩. তিরমিযী হাদীস নং ৩৮৯৫, ইবনে মাজা হাদীস নং ১৯৭৭, ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৪১৭৭, আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত।

৪. নাসাঈ, তিরমিযী, হাকেম, তিনি বলেন, এর বর্ণনাকারীগণ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে নির্ভরযোগ্য।

www.pathagar.com

"পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, তাদের আল্লাহ্ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন আর যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে।" (সূরা নিসা ঃ ৩৪)

পরিবার যেহেতু একটি প্রতিষ্ঠানের মত দু'টি পক্ষ নিয়ে গঠিত সুতরাং এর একজন পরিচালক ছাড়া এটি চলতে পারে না, এক প্রতিষ্ঠানে আবার দু'জন পরিচালক থাকলে চলে না। কারণ, কোন নৌকার মাঝি দু'জন হলে তা শেষ পর্যন্ত ডুবতে বাধ্য। আর মেয়েরা পরিচালক হতে পারে না, কারণ তার মধ্যে আবেগ বেশী-যা মাতৃত্বের জন্য জরুরী- তাছাড়া সে পরিবার গঠনের জন্য নির্দেশিত নয়। অন্য দিকে একজন পুরুষকেই এ কাজের জন্য উপযুক্ত বলে গণ্য করা হয়ে থাকে, আর সে সার্বিকভাবে এর পরিনাম-পরিণতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এ প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য সে-ই অনেক দিক দিয়ে নির্দেশিত ও উপযুক্ত। যদি এই কর্তৃত্বই বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে সবকিছুই ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য।

স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার অর্থ হলঃ স্বামীর নেক কাজে অবশ্যই স্ত্রী আনুগত্য করবে যেন সংসার নামক নৌকা নিরাপদে চলাচল করতে পারে। সাংসারিক কোন খুঁটিনাটি বিষয়ে মতবিরোধ না করা। যদি স্ত্রী এভাবে চলে, তার উপর যে দায়িত্ব রয়েছে তা যথাযথ ভাবে পালন করে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করে তাহলে এসব তার নেক আমল বলে গণ্য হবে যা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। হাদীস শরীফে এসেছে ঃ

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ -

"যদি স্ত্রী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে এবং নিজের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে আর স্বামীর আনুগত্য করে তাহলে সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে।[১]

---

১. ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন হাদীস নং ৪১৬৩। এর মুহাক্কিক শায়খ শুয়াইব বলেন, হাদীসটি সহীহ্। আহমদ ও তাবারানীতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) হতে। আল্লামা আলবানী জামেউস সাগীরে এটি উদ্ধৃত করেছেন।

www.pathagar.com

এর অর্থ এটি নয় যে, স্বামী পারিবারিক ব্যাপারে স্বৈরাচারী আচরণ করবে এবং একজন ডিক্টেটর হয়ে বসবে কোন রকমের আলাপ-আলোচনা বা পরামর্শ ব্যতিরেকেই যা ইচ্ছা আদেশ-নিষেধ জারি করবে। না কক্ষণই নয়। বরং পারিবারিক ও অন্যান্য বিষয়ে অবশ্যই স্বামীকে স্ত্রীর সাথে আলাপ-আলোচনা ও শলা-পরামর্শ করতে হবে। স্ত্রীকে তার সাথে অংশ গ্রহণ করাতে- তাকে সুখে-দুঃখের সাথী বানাতে হবে। সে তাকে এমন সৎ উপদেশ দিবে হয়তোবা তার পরামর্শই কল্যাণকর হতে পারে।

কুরআন মজীদে সন্তানকে দুগ্ধপান করানোর ব্যাপারে পিতামাতাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে ঃ

فَانْ اَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا - (البقرة : ٢٣٣)

“যদি তারা উভয়ে সন্তুষ্টচিত্তে ও পরামর্শের ভিত্তিতে দুদ্ধপান ছাড়াতে চায় তাহলে কোন গুনাহ নেই।” (সূরা বাকারা ঃ ২৩৩)

হুদায়বিয়া যুদ্ধের সময় (রাসূল [সা.] সাহাবাদেরকে নিয়ে উমরা করতে এলে কাফেররা বাধা দেয়) রাসূল (সা.) তাঁর স্ত্রী উম্মে সালমা (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করেন। তিনি তখন যে অভিমত দিয়েছিলেন তা ছিল সঠিক ও কল্যাণকর।

(খ) স্ত্রী স্বামীর মালামাল হেফাজত করবে। এতে কোন অপব্যয় করবে না এমনকি দান-খয়রাতের ক্ষেত্রেও তার অনুমতি নেবে তাহলে সে নেকীতে তার স্বামীর সাথে শামিল হবে। স্বামী যদি সামর্থ্যবান হয়েও তার খোর-পোষের ব্যাপারে কার্পণ্য করে তাহলে স্ত্রী স্বামীর অজান্তে তার মাল থেকে খরচ করতে পারবে তবে যাতে অপব্যয় না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যেমনটি নবী করীম (সা.) আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিনদাকে বলেছিলেন, তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য প্রয়োজনমত তার সম্পদ থেকে গ্রহণ কর ন্যায়সঙ্গতভাবে।[১]

---

১. বুখারী ও মুসলিম আয়েশা (রা.) থেকে। আল-লুলু ওয়াল মার[illegible] [illegible]দীস [illegible] ১১১৪

www.pathagar.com

(গ) স্ত্রী স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেকে হেফাজত করে রাখবে। কোন গায়ের মাহ্‌রামকে তার নিকটে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। বিশেষ করে নিজের বা স্বামীর নিকটাত্মীয়কে (পুরুষকে)। হাদীস শরীফে এসেছেঃ সাবধান তোমরা নিকটাত্মীয় (দেবর বা এ ধরনের লোককে)-কে তোমাদের স্ত্রীদের নিকট প্রবেশাধিকার দেবে না। তারা বললেন, দেবর (বা এধরনের লোক)-এর ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেনঃ দেবর (বা এ ধরনের লোক) সাক্ষাৎ মৃত্যু।[১] কারণ, সাধারণতঃ নিকটাত্মীয়রা অনেক্ষণ বসে কথাবার্তা বলার সুযোগ পায়। হয়তোবা তার সাথে দাম্পত্য জীবনে মন বিষিয়ে উঠেছে, তার জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠেছে। এছাড়াও শয়তানের ফিতনার আশংকা তো অবশ্যই রয়েছে।

(ঘ) সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও হেফাজত করা। তাদের সঠিকভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করবে। বিশেষ করে প্রাথমিক কয়েক বছর পিতার চেয়ে মায়ের ভূমিকাই এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। কেননা সন্তানরা এসময় পিতার চেয়ে মায়ের কাছেই বেশী থাকে।

এ ব্যাপারে কবি বলেন,

মা হল পাঠশালা সেভাবে গড় যদি
গড়তে পারবে একটি সুন্দর জাতি

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছেঃ "নারী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীলা আর সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিতা হবে।"[২]

(ঙ) স্বামীকে কল্যাণকর কাজে, নেকীর কাজে সহায়তা করবে, তাকে গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করবে। তার সামর্থের বাইরে তার নিকট কোন কিছু চাবে না। যেন স্বামী জীবিকা নির্বাহের জন্য অত্যধিক পরিশ্রমে বা হারামের সাথে জড়িয়ে না পড়েন। বরং তাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করবে যেমনটি আমাদের সালফে সালেহীনদের স্ত্রীগণ করতেন। যখন স্বামী জীবিকার অন্বেষণে অথবা সফরের উদ্দেশ্যে ঘর

---

১. বুখারী ও মুসলিম উকবা ইবনে আমের (রা.) হতে। আল-লুলু ওয়াল মারজান ১৪০৩

২. বুখারী ও মুসলিম জাবের (রা.) হতে, এরওয়াউল গুলুল, হাদীস নং ১১৯৯

www.pathagar.com

থেকে বের হতেন, তখন স্বামীর উদ্দেশ্যে স্ত্রী বা তার মেয়ে বলতেন, সাবধান! হারাম অর্জন করবেন না। আমরা ক্ষুত-পিপাসায় সহ্য-সবর করব কিন্তু জাহান্নামের আগুনে সহ্য-সবর করতে পারব না।

একজন লোক জিহাদে বা অন্য কোন নেক কাজে বের হলে তার এক প্রতিবেশী মহিলা তাঁর স্ত্রীকে বলেন, কেন আপনি তার সফরে সন্তুষ্ট অথচ সে আপনার জন্য কোন খরচাপাতি রেখে যাচ্ছে না? তখন ঐ মহিলা বলেন, আমি যতদিন থেকে তাকে জানি সে খেতেই জানে তাকে খাওয়াতে দেখিনি! আমার প্রভু আছেন যিনি খাবার দেন। তাহলে অযথা চিন্তা কেন?

(চ) স্ত্রী স্বামীর ব্যাপারে ধৈর্য্য ধারণ করবে, যেমনটি সে তার ব্যাপারে করতে নির্দেশিত। তার সাথে দাম্পত্য জীবনের সুখ-দুঃখের ভাগী হবে। তার দিকে শুধু স্বপ্নের ঘোরেই দেখবে না বা স্বামীর দুঃখ-কষ্টের দিকে মোটেও ঘুরে তাকাবে না এমনটি যেন না হয়। বরং এসবে তার অংশীদার হতে হবে। যদি সে কোন কোন সময়ে তার সাথে কর্কশ ও রূঢ় আচরণও করে তবুও সুখ-দুঃখের সাথেই দাম্পত্য জীবন চালিয়ে যেতে হবে।

২. নেক কাজ (মারুফ কাজ)

কুরআন মজীদে আরেকটি উপাদানের কথা বলা হয়েছে তা হল "মারুফ" বা নেক কাজ। মারুফ কুরআনের শব্দ যার অর্থ ভাল ও সৎ লোকেরা যেটাকে ভাল বা কল্যাণকর মনে করেন আর যাকে স্বভাব-প্রকৃতি (ফিতরাত) সমর্থন করে এবং সুস্থ বিবেক সাপোর্ট করে। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ـ (البقرة : ٢٢٨)

"আর নারীদের রয়েছে বিধি মোতাবেক অধিকার। যেমন আছে তাদের উপর (পুরুষদের) অধিকার। আর পুরুষদের জন্য রয়েছে তাদের উপর মর্যাদা।" (সূরা বাকারা ঃ ২২৮)

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ـ (النساء : ١٩)

"আর তোমরা সদ্ভাবে তাদের সাথে বসবাস কর।" (সূরা নিসা ঃ ১৯)

www.pathagar.com

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ - (البقرة : ٢٢٨)

"আর নারীদের রয়েছে বিধি মোতাবেক অধিকার। যেমন আছে তাদের উপর (পুরুষদের) অধিকার।" (সূরা বাকারা ঃ ২২৮)

فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ -

"সুতরাং তাদেরকে ভাল ও কল্যাণের সাথে রেখে দাও বা ভালভাবে পরিত্যাগ কর।" (সূরা বাকারা ঃ ২৩১)

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

"আর তার সন্তানের জন্য তাদের খোর-পোষ উত্তমভাবে তার পিতাকে দিতে হবে।" (সূরা বাকারা ঃ ২৩২)

মারুফ বা কল্যাণকর সেটাই যা বিধি-বিধানের বিস্তারিত বিষয়কে নির্দিষ্ট করে দেবে। ওয়াজিব খোরপোষ, যেটিকে নির্দিষ্ট করে দেবে মারুফ-ওরফ বা প্রচলিত প্রথা।

ভালভাবে জীবন যাপন দুপক্ষের নিকট থেকেই হওয়া দরকার যেটিকে নির্দিষ্ট করবে প্রচলিত প্রথা বা সামাজিক ব্যবস্থা। কেননা শরিয়ত এত খুটিনাটি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা ঠিক মনে করেনি। কিন্তু ঈমানদারগণ যেটিকে ভাল মনে করেন আর সাধারণ মুসলমনরা যাকে সঠিক মনে করে তা মহান আল্লাহর কাছেও সুন্দর ও সঠিক। আর মুসলমানরা যাকে ঘৃণা করে তা আল্লাহর নিকট অপছন্দ ও ঘৃণিত।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ -

"আপনি বলে দিন, তোমরা কাজ করে যাও। অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের কাজ দেখবেন আর রসূল ও মুমিনগণও দেখবেন।" (সূরা তাওবা ঃ ১০৫)

মুমিনদের দেখা ও পর্যবেক্ষণকে মহান আল্লাহ্ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং আল্লাহ ও রাসূলের পর্যবেক্ষণের পরেই তাকে মূল্যায়ন করেছেন। আর দেখা বা পর্যবেক্ষণের ওপরই গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি নির্ভর করছে।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ বলেনঃ

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا - (المؤمن : ٣٥)

"তাদের এই কাজ আল্লাহ ও মুমিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ ও গর্হিত।"

(সূরা মুমিন ঃ ৩৫)

এখানে মুমিনদের নিকট গর্হিত বিষয়কে ধর্তব্যে নেয়া হয়েছে আর এর উপরে রয়েছে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর ক্রোধাগ্নি। এ জন্যই ফিকহের এক মাসআলায় কবি বলেন,

শরিয়তে প্রচলিত প্রথার রয়েছে গ্রহণযোগ্যতা আর

এ জন্যই এর ওপর ভিত্তি করে মাসআলা দেয়া হয়।

এ দুটি মৌলিক উপাদান আল্লাহর বিধি-বিধান (হুদুদুল্লাহ) ও মারুফ বা কল্যাণকর ও মঙ্গলময় প্রথা'-এর দ্বারাই আমরা পরিবারকে হেফাজত করতে সক্ষম হব এবং বিবাহ বন্ধন অটুট থাকবে আর একে আপরের সাথে স্নেহ-ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হবে, প্রকৃত পক্ষে এটিই সমাজ গড়ার মূল ভিত্তি।

চতুর্থতঃ পরিবার সংরক্ষণ করা

যখন পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল তার সঠিক ভিত্তির ওপর, একে সংরক্ষণ করা স্বামী-স্ত্রী দু'জনের ওপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর একে সংরক্ষণে সহায়তা করা সমাজের ওপরও অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে।

নিজ পরিবারকে বিদ্বেষের মাঝে নিক্ষেপ করা স্বামী-স্ত্রী কারও জন্য সমীচীন নয়। বরং একে অপরের ব্যাপারে সবর করতে হবে ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে যেন এই বরকতময় প্রতিষ্ঠানটি চলতে থাকে। এ ব্যাপারে আমি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা সংক্রান্ত আলোচনায় ইঙ্গিত করেছি। একজন জ্ঞানবান ব্যক্তি (হাকীম) বলেছেন, বিয়ের পূর্বে একজন পুরুষ অব্যশ্যই তার দুচোখ খুলবে। অতঃপর সে যেন এ চোখ দুটিকে আধা বন্ধ রাখে বিয়ের পরে। অর্থাৎ পুরুষকে অবশ্যই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও অনেক কিছুকেই ওভারলুক করতে হবে।

www.pathagar.com

নারীর জন্য এটা কখনো কাম্য নয় যে, সে বিনা প্রয়োজনে বা কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ (তালাক) চাইবে। তবে একান্ত নিরুপায় হলে তালাক নিতে পারবে। হাদীস শরীফে এসেছেঃ "যে নারী তার স্বামীর নিকট কোন কারণ ছাড়াই তালাক চাইবে, তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধি হারাম হয়ে যাবে।"[১]

তালাক যদিও শরিয়তে বৈধ কিন্তু এটিকে বৈধতা দেয়া হয়েছে ঐ অবস্থায় যখন কোনক্রমেই দুজনের সহঅবস্থান সম্ভব নয়। এটি হল অপারেশনের মত যখন সবধরনের ঔষধ প্রয়োগ ব্যর্থ হলে একজন রুগীর অপারেশন ছাড়া, কোন গত্যন্তর থাকে না।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হলে, তারা উভয়ে যদি তা নিরসনে সফলকাম না হয় তাহলে এ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসা, ইসলাম মুসলিম সমাজের উপর ফরজ করেছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۔

"যদি তোমরা তাদের মাঝে বিচ্ছিন্নতার আশংকা কর তাহলে তোমরা প্রেরণ করো স্বামীর পরিবারের পক্ষ থেকে একজন বিজ্ঞলোক এবং স্ত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে একজন বিজ্ঞলোক, যদি তারা উভয়ে সমঝোতা চায় তাহলে আল্লাহ তাদের মাঝে মতপার্থক্য দূর করতে সাহায্য করবেন।"

(সূরা নিসা ঃ ৩৫)

এই পারিবারিক মজলিস বা পারিবারিক বিচারালয় গঠনের কুরআনের এই স্পষ্ট নির্দেশের উদ্দেশ্য হল বিবাদমান স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সমঝোতার উদ্যোগ গ্রহণ করা। এটি তাদের মাঝে মিটমাট করে দেয়ার মহৎ প্রচেষ্টা যা আজ মুসলমানেরা অবহেলা করেছে এবং সমাজে তুচ্ছ ব্যাপারকে কেন্দ্র করে তালাক সংঘটিত হচ্ছে। তারা যদি আল্লাহর সীমারেখার (হুদুদ) কাছে

---

১. সাওবান (রা.) হতে বর্ণিত আহমাদ, হাদীস নং ২২৩৭৯, আবু দাউদ হাদীস নং ২২২৬, তিরমিযী হাদীস নং ১১৮৭ ও ইবনে মাজা হাদীস নং ২০৫৫, হাকেম ২/২০০। তিনি এটিকে সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহবী তা সমর্থন করেছেন। ইবনে হিব্বান একে সহীহ বলেছেন (ইহসান ৪১৮৪)। এর তাহকীককারী বলেছেন, এটির সনদ সহীহ।

www.pathagar.com

দাঁড়াত এবং তাদের মাঝে কল্যাণকর (মারুফ) বিষয়ের ব্যাপারে গুরুত্ব দিতো তাহলে অবশ্যই পারিবারিক প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করতে সক্ষম হত এবং তার নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে সফল হত আর এর ফলে তারা বরকতময় ও পবিত্রতম ফলাফল উপভোগ করত।

বিনা কারণে বা নিষ্প্রয়োজনে তালাক নেয়া বা দেয়া প্রকৃতপক্ষে হারাম। আমি একে হারাম মনে করি। কেননা এর দ্বারা একটি প্রতিষ্ঠানকেই ধ্বংস করা হয় যা গড়া খুবই কঠিন, এতে অনেক ক্ষেত্রে নারীর কোন অপরাধ থাকেনা আর স্বামীরও থাকেনা কোন প্রয়োজন। এর দ্বারা অযৌক্তিকভাবে দৃঢ় বন্ধনকে ছিন্ন করা হল। আমরা যে একে হারাম বলছি- ইমাম আহমদ (রহ.) থেকেও এই অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। কাযী আবু ইয়ালার উদ্ধৃতি দিয়ে মুগনী গ্রন্থে এই মত উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

এটি এজন্য হারাম যে এতে স্বামীরও ক্ষতি রয়েছে আর রয়েছে স্ত্রীরও ক্ষতি এবং দু'জনের মধ্যকার কাঙ্খিত কল্যাণের ধারাকে বিনা প্রয়োজনে বিলুপ্ত করা হয়েছে। সম্পদ নিষ্প্রয়োজনে ধ্বংস করার মতই এটি হারাম। নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ "তোমরা কেউ নিজের ক্ষতি করো না এবং অন্যেরও কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"[২]

এজন্যই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সৃষ্ট মতপার্থক্য সমঝোতা বা মিটমাট করে দেয়া আল্লাহর নিকট বড়ই নেকীর কাজ আর মানুষের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করা বড়ই গুনাহ ও অপছন্দনীয় কাজ। যারাই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি করতে কাজ করবে তারাই কবীরা গুনাহ করল। এ কাজ হল কাফের যাদুকরদের কাজ, যাদের কাহিনী মহান আল্লাহ আমাদের সামনে বিবৃত করেছেন। তিনি তাদের সম্পর্কে বলেনঃ "অতঃপর তারা শিক্ষাগ্রহণ করত তাদের দ'জন থেকে যা দ্বারা তারা বিভেদ সৃষ্টি করত স্বামী ও তার স্ত্রীর মধ্যে".... "তারা শিক্ষাগ্রহণ করত যা তাদের ক্ষতি করত তা মোটেই উপকারে আসত না।" (সূরা বাকারা ১০২)

---

১. মুগনী- ইবনে কুদামা, খ. ১০, পৃ. ৩২৩-৩২৪, স- হাজার আসকালানী।

২. আহমাদ, ইবনে মাজা- ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। ইমাম আলবানী জামেউস সাগীরে একে সহীহ বলে বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং ৭৩৯৩

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি স্বামী ও তার স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক নষ্ট করে দিবে আল্লাহর রাসূল তার থেকে সম্পর্কমুক্ত। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি স্বামীর সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক বিনষ্ট করে দেবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[১]

অকল্যাণের হোতা শয়তান সে তার সেই শিষ্যকেই খুব বড় মনে করে যে শিষ্য স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়।

মুসলিম শরীফে জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেনঃ ইবলিস পানির উপর তার সিংহাসনে বসে থেকে তার শিষ্যদেরকে প্রেরণ করে। তার নিকট সেই বেশী প্রিয় যে সবচেয়ে বেশী ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। তার এক শিষ্য এসে বলে, আমি ওমুক ওমুক কাজ করেছি। সে বলে, তুমি কিছুই করনি। এরপর আরেকজন এসে বলে, আমি ওদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছি। সে তাকে নিকটে টেনে নিয়ে বলে, তুমিই উত্তম কাজ করেছ।"[২]

❑ অবাধ যৌনাচার দর্শনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

আমি এখানে একটি বিরাট বিপর্যয় ও ভয়াবহ বিপদের কথা তুলে ধরতে চাই যা শুধু পরিবারকে ধ্বংস করতে বসেছে তাই নয় বরং গোটা মানবতাকেই ধ্বংস করে ছাড়বে যদি আমরা একে মেনে নেই এবং এর বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়াই। আর সেটি হল অবাধ যৌনাচারের দর্শন যা আসমানী শিক্ষার বিরুদ্ধাচারণ করছে এবং অবাধ যৌনতার দিকে আহ্বান জানাচ্ছে আর এটি ইহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ ও ইসলামের সুমহান শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করছে। এমনকি নৈতিক-চারিত্রিক দর্শন-আত্ম-শুদ্ধি, কাম-জড় রিপু দমন-এর শিক্ষাকেও প্রত্যাখ্যান করেছে।

সমস্ত আসমানী ধর্মগুলো ব্যভিচারকে হারাম করেছে এবং একে মহাপাপ (কবিরা গুনাহ) বলে গণ্য করছে।

---

১. নাসাঈ- আল-কুবরা, হাদীস নং ৯২১৪, ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৫৫৬০, এর তাহকীককারী বলেন, এর সনদ সহীহ, আবু দাউদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২. মুসলিম, অধ্যায়- মুনাফিকদের গুণাবলী, কেননা এই বিচ্ছিন্নতাই হল বিরাট বিপর্যয় ও অকল্যাণের দরজা, আল্লাহ ছাড়া এর পরিণতি আর কেউ জানে না।

www.pathagar.com

তাওরাতের যে বিখ্যাত দশ উপদেশ রয়েছে তন্মধ্যে রয়েছেঃ হত্যা করো না, ব্যভিচার করো না, চুরি করো না।[১]

নর হত্যা নিষিদ্ধের দ্বারা জীবন ও প্রাণকে হেফাজত করা হয়েছে। ব্যভিচার নিষিদ্ধের মাধ্যমে ইজ্জত ও বংশধারাকে হেফাজত করা হয়েছে। আর চুরি নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে সম্পদ ও মালিকানাকে হেফাজত করা হয়েছে।

মসীহ (আ.) এর চেয়েও বাড়িয়ে বলেছেন, তোমরা শুনেছো যে, বলা হয়েছেঃ তোমরা ব্যভিচার করো না। আর আমি তোমাদেরকে বলছি, যে ব্যক্তি কোন নারীর দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকাবে সে তার অন্তরে ব্যভিচার করল। যদি তোমার ডানচোখ দেখে থাকে তাহলে তাকে উপড়িয়ে ফেলে দাও। কেননা তোমার শরীরের কোন অঙ্গ চলে গেলেও তোমার পুরো শরীর যদি জাহান্নাম থেকে বেঁচে যায়, সেটিই অনেক উত্তম।[২]

ইসলাম এসে যিনা-ব্যভিচারকে বলিষ্ঠভাবে হারাম বলে ঘোষণা করেছে। শুধুমাত্র হারাম ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং যিনা-ব্যভিচারের ধারে-কাছে যেতেই নিষেধ করেছে। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَلَاتَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَاءَ سَبِيْلاً -

"তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়োনা। নিশ্চয়ই তা অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ।" (সূরা ইসরা ঃ ৩২)

এর অর্থ হল যে সব কাজের মাধ্যমে যিনা-ব্যভিচার সংঘঠিত হতে পারে তার পথ বন্ধ করা যেমন একান্ত সাক্ষাৎ, স্পর্শ করা, চুমু দেয়া এবং অপর লিঙ্গের দিকে কামনার দৃষ্টিতে দেখা।

বাস্তবেই জৈবিক চাহিদা মানুষের মনের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে থাকে। কিছু কিছু দার্শনিক (যেমন ফ্রয়েড) মনে করেন, এর উপর মানব চরিত্র নির্ভরশীল।

---

১. সাফারুল খুরুজ [মিন আসফারিত্তাওরাত], ২০/১৩১১৩৫

২. দেখুন ইঞ্জিল মেথি: ৫/২৭-২৯

www.pathagar.com

মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা মসীহ্ এর কামনার দৃষ্টিতে তাকানো হারাম করার সাথে মিলে গেছে এখানে এসে- নবী করীম (সা.) বলেন, এতে দুই চোখ যিনা করে। তাদের যিনা হল দৃষ্টি দেয়া। দুই কান যিনা করে আর তাদের যিনা হল শ্রবণ করা। আর জিহ্বার যিনা হল- কথোপকথন। হাতের যিনা হল- স্পর্শ করা। পায়ের যিনা হল- হেঁটে যাওয়া। অন্তঃকরণ কামনা-বাসনা করে আর গুপ্তাঙ্গ এক সত্যে পরিণত করে বা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে।"[১]

অপর বর্ণনায় এসেছে- মুখ ব্যভিচার করে থাকে আর তার যিনা হল- চুমু দেয়া।[২]

মানবজাতি যুগ যুগ ধরে চারিত্রিক পুত-পবিত্রতা ও নিষ্কলুষ যৌনজীবন যাপন করে এসেছে। অশ্লীল কর্মকান্ড ঘটেছে খুবই কম এবং অত্যন্ত গোপনীয় ভাবে। কতিপয় সমাজে অশ্লীল যৌনকর্ম যা ঘটেছে তাকে সাধারণ মানব সমাজের মাঝে ব্যতিক্রম বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

কিন্তু বর্তমান সভ্যতা যা আজ গোটা দুনিয়াকে নেতৃত্ব দান করছে তা নবুয়তের আলোকে প্রদর্শিত চারিত্রিক মাধুর্যকে এবং যার দিকে নবী-রসূলগণ আহ্বান করেছিলেন তা অস্বীকার করছে। এই সভ্যতা সব বন্ধনকে ছিন্ন করার আহ্বান জানাচ্ছে যাতে মানুষ কামনা-বাসনার পেছনে ছুটে চলে। সে যেন যে কোন পন্থায় তার লালসা পূর্ণ করে। কিন্তু বাস্তবে কামনা-বাসনা কোন দিন পূর্ণ হবে না, হবার নয়। বরং যত পান করবে পিপাসা ততই বাড়বে।

আমরা দেখলাম মানুষ কিভাবে তার শালিন পোশাক-আশাক ক্রমান্বয়ে খুলে ফেলছে আর একেবারে সম্পূর্ণ নগ্ন-বিবস্ত্র হয়ে পড়ছে। নগ্নদের জন্য খোলা হয়েছে সংঘ, ক্লাব এবং এর জন্য চলছে প্রকাশ্য প্রচার ও প্রোপাগান্ডা।

অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে, কোন কোন সমাজে ১৭/১৮ বছরের কোন মেয়ে কুমারী থাকলে সেটাকে কলঙ্কজনক বলে মনে করে। সে এখনও কুমারী রয়েছে!

---

১. বুখারী হাদীস নং ৬২৪৩, মুসলিম হাদীস নং ৬২৫৭, দেখুন লুলুওয়াল মারজান হাদীস নং ১৭০

২. মুসলিম হাদীস নং ২৬৫৭

www.pathagar.com

বিবাহ বহির্ভূত গর্ভধারণকারী কুমারী মেয়েদের সংখ্যা গিয়ে পৌঁছেছে শতে শতে, হাজারে হাজারে বরং লাখে লাখে।

আজ নিঃশর্ত গর্ভপাত বৈধতার দাবী উচ্চারিত হচ্ছে এবং কতিপয় আন্তর্জাতিক সংস্থা এর পক্ষে জোরালোভাবে কাজ করছে। যেমনটি আমরা ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দে মিসরের কায়রোতে অনুষ্ঠিত সাকান সম্মেলনের সনদে লক্ষ্য করে থাকি।

এরপরে আরও বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গর্ভপাত বৈধকরণের দাবী তোলা হয়েছে।

ইসলাম, খৃষ্টান সহ সমস্ত দীনি শক্তিগুলো এই ধ্বংসাত্মক দাবীর বিরুদ্ধে, বলিষ্ঠতার সাথে রুখে দাঁড়িয়েছে যা স্বভাবসিদ্ধ নৈতিকতাকে সমূলে উপড়ে ফেলতে চায়।

হ্যাঁ, আল-আযহার দাঁড়িয়েছে, ভ্যাটিকান দাঁড়িয়েছে, রাবেতা আলমে ইসলামী দাঁড়িয়েছে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিনিধিরা দাঁড়িয়েছেন, সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়িয়েছেন অবাধ যৌনাচারের বিরুদ্ধে।

তারা হারাম বলতে কোন কিছু দেখতে চায় না। তারা মনে করে হারাম বা নিষিদ্ধের যুগ শেষ হয়েছে, আমরা নতুন যুগে প্রবেশ করেছি যেখানে মানুষ তার ইচ্ছামত তার কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে সব কিছুই করতে পারবে। নবী করীম (সা.) অতীব সঠিক-সত্য কথা বলেছেনঃ "মানুষ প্রাথমিক যুগ থেকে নবুয়তের যে বাণী পেয়েছে তা হলঃ যদি তুমি লজ্জা না কর, তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারবে।"[১]

মানবতা আজ এক বিপজ্জনক তৎপরতার মোকাবিলা করছে তাহল অবাধ যৌনতা যা মানুষকে কঠিন ব্যাধি এইডস উপহার দিয়েছে যার চিকিৎসা এখন পর্যন্ত আবিস্কার হয়নি, যা লক্ষ লক্ষ মানুষকে মরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং মহামারীরূপে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে।

এছাড়াও রয়েছে চারিত্রিক ও মানসিক রোগ যা বিপন্ন করে তুলেছে গোটা সমাজ ও পরিবারকে অথচ মানুষ আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানে চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে।

---

১. বুখারী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, আহমাদ আবু মাসউদ উকবা ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত।

www.pathagar.com

কবি বলেছেন,

কোন জাতি উন্নতির শিখরে পৌঁছতে পারে না
যদি তাদের চরিত্র নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যায়।

নবী করীম (সা.) এ ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেনঃ

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِىْ قَوْمٍ حَتَّى يَعْلَنُوْا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الأَوْجَاعُ الَّتِىْ لَمْ تَكُنْ فِىْ أَسْلاَفِهِمْ -

"কোন সম্প্রদায়ের মাঝে অশ্লিল কাজ প্রকাশ্যে শুরু হলে তাদের মধ্যে এনে দুরারোগ্যের প্রাদুর্ভাব ঘটবে যা তাদের পূর্ববর্তীদের মাঝে ছিল না।"[১]

তিনি আরো বলেছেনঃ

إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِىْ قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللّٰهِ -

কোন জনপদে ব্যভিচার ও সুদ প্রকাশ্যে চললে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর আযাবের যোগ্য করে নিল।"[২]

ব্যভিচার দ্বারা সামাজিক বিপর্যয় ঘটে আর সুদ দ্বারা অর্থনৈতিক বিপর্যয় সংঘটিত হয়। আর যখন এ দুটিই কোন সমাজে বিদ্যমান থাকে তাহলে বিরাট বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী বিশেষ করে এর জন্য যদি প্রকাশে প্রচার প্রোপাগান্ডা চলে থাকে।

পশ্চিমা চিন্তাশীল, জ্ঞানীজন, সংস্কারকামী ও সমালোচকগণ অবাধ যৌনতার ভয়াবহতার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তাদের কেউ

---

১. ইবনে মাজা ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। হাদীস নং ৪০১৯, বাজ্জার, বায়হাকী ও হাকেম 4/540-541

২. হাকেম ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন ২/২৭। তিনি বলেছেন, এর সনদ সহীহ্ এবং ইমাম যাহাবী একে সমর্থন করেছেন। ইমাম আহমদ এধরনেরই একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এবং শায়খ শাকের সেটিকে সহীহ্ বলে বর্ণনা করেছেন। এমনটি আবু ইয়ালা উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন যেমনটি ইমাম মুনজেরী তারগীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হায়সামী 4/১৮

www.pathagar.com

বলেন, মানবতার জন্য অবাধ যৌনতার বিপদ আনবিক বোমার চেয়েও ভয়াবহ।

❑ সমকামিতার (বিকৃত যৌনতার) প্রোপাগান্ডা

ব্যভিচারের বিপজ্জনক প্রসারের ফলশ্রুতি হলঃ সমকামিতা (বিকৃত যৌনাচার) যা দুনিয়ার সকল ধর্ম ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান করেছে। পূর্ব ইতিহাসে এই অপকর্ম একমাত্র লুত সম্প্রদায় ব্যতীত কোথাও দেখা যায় না, যারা পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম এই অপকর্ম চালু করে। এটি তাদেরকে নেশাগ্রস্তের মত করে তুলে। তারা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, লুত (আ.)-এর মেহমানদের সাথে জোর করে হলেও এই অপকর্ম করার জন্য তাঁর বাড়ির আঙ্গিনায় তারা জড় হয় কোন রকমের লজ্জা-জড়তা ছাড়াই। লুত (আ.) তাদের এই অপকর্মের তীব্র নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে বলেনঃ

اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ - وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ - (الشعراء : ١٦٥- ١٦٦)

"তোমরা কি পুরুষদের সাথে যৌনকর্ম করতে চাও? আর তোমাদের প্রভু তোমাদের স্ত্রীদের সাথে যা করার বৈধতা দিয়েছেন তা পরিত্যাগ কর। বরং তোমরা হলে বিরুদ্ধাচারণকারী জাতি।" (সূরা শুয়ারা ঃ ১৬৫-১৬৬)

কতিপয় সূরায় লুত (আ.) এর বক্তব্য এভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি তাদেরকে বলেন,

"বরং তোমরা নির্বোধ জাতি।" (নামল ঃ ৫৫)

"বরং তোমরা সীমালংঘনকারী জাতি।" (আরাফ ঃ ৮১)

"হে প্রভু! ফাসাদসৃষ্টিকারী জাতির উপর আমাকে সাহায্য করুন।" (আনকাবুত ঃ ৩০)

"আমাকে পাপী সম্প্রদায়ের উপর সাহায্য করুন।" (আহকাফ ঃ ২৫)

তিনি তাদেরকে অভিহিত করেন, নির্বোধ, সীমালংঘনকারী, বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও পাপাচারী বলে। কেননা তারা আল্লাহর দেয়া ফিতরাত বা স্বভাব-সিদ্ধ পন্থার পরিপন্থী ও বিপরীত কাজকর্ম করেছিল।

"তার সম্প্রদায়ের জবাব ছিল, তোমাদের জনপদ থেকে লুত পরিবারকে

www.pathagar.com

বের করে দাও। তারাতো হল পুত-পবিত্র মানুষ।" (নামল ঃ ৫৬)

তাদের এই অপকর্মের প্রতিবাদ করা এবং তা থেকে মুক্ত থাকাই লুত সম্প্রদায়ের নিকট অপরাধ বলে গণ্য হয় যার জন্য তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল!! এক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না। যারা তাঁর দেয়া পন্থার বিরুদ্ধে চরম ধৃষ্টতা দেখালো তিনি এই পাপীদের উপর গজব নাজিল করেন। তিনি তাদেরকে দু'টি শাস্তি দান করলেনঃ (এক) তাদের জনপদকে ভুমিকম্প দ্বারা উলট-পালট করলেন, (দুই) তিনি তাদের উপর পাথর-বৃষ্টি নাযিল করেন। "এবং ক্রমাগত পোড়ামাটির পাথর বর্ষণ করলাম, যা চিহ্নিত ছিল তোমার রবের কাছে। আর তা জালিমদের থেকে দূরে নয়।" (সূরা হুদ ঃ ৮২-৮৩)

এই অপকর্মের কাহিনী যা কুরআন আলোচনা করেছে এবং বার বার এ আলোচনা কুরআনের বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত হয়েছে। তাওরাতে সাফারুততাকভীনে এই অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে সাদুম জনপদের ফিতনা-ফাসাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের মাঝে এমন অবাধ যৌনাচার ও অশ্লীলতার প্রসার ঘটেছিল শেষপর্যন্ত আল্লাহ্ তাদের উপর আজাব নাজিল করেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেন।[১]

এই অপকর্ম সম্পর্কে পবিত্রগ্রন্থ্ সতর্ক করেছেঃ নারীদের সাথে স্বাভাবিক পন্থায় সম্ভোগ লাভের পরিবর্তে পোপের ভাষায়- যারা পুরুষ কর্তৃক পুরুষের সাথে অপকর্ম করে তারা তাদের এই বিভ্রান্তি ও অপকর্মের জন্য সঠিক প্রতিফল (শাস্তি) পাবার যোগ্য হয়ে যায়।[২]

এই অপকর্মের দিকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বর্তমানে প্রচার-প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে। মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য ব্যাপাক মিডিয়ার সাপোর্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং এর পক্ষে কিছু লোক ঝান্ডা তুলেছে, সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং জনসমর্থন গড়ে তুলেছে। এর পক্ষ্যে সরকারে ও পার্লামেন্টে পর্যন্ত লোকজন দেখা যাচ্ছে। আর এর জন্য পত্রিকা, রেডিও এবং বিশেষ চ্যানেল কাজ করে যাচ্ছে।

তারা প্রকাশ্যে প্রচারণা চালাচ্ছে একই লিঙ্গের দ্বারা পরিবার গঠনের জন্য- দু'জন পুরুষের বা দু'জন নারীর দ্বারা। পুরুষ পুরুষকে বিয়ে করবে এবং নারী নারীকে বিয়ে করবে!! এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে সরকারীভাবে এবং

---

১. দেখুন সাফারুততাকভীন ১৯/১-৩০

২. দেখুন, রুমাবাসীর নিকট পোপের পত্র ১/২৭

www.pathagar.com

এটি বিধি মোতাবেক রেজিষ্ট্রি করা হবে। আর একে হয়তোবা কতিপয় পাদ্রীবাবা বরকতময় দোয়া দিয়ে ধন্য করবে! ইতিমধ্যে কতিপয় পশ্চিমা সরকার এই অপকর্মকে স্বীকৃতি দিয়েছে যেখানে রয়েছে এই বিকৃত রুচির লোকদের প্রতিপত্তি যারা সরকার গঠনে বা পতনে বিরাট ভূমিকা রাখতে সমর্থ!।

২০০৪ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে আমার বিরুদ্ধে লন্ডনে ইহুদী লবীর পক্ষ থেকে যে সব অভিযোগ উত্থাপন করা হয় তন্মধ্যে ছিল, আমি সমকামীতা ও সমকামীদেরকে ঘৃণা করি। এদের ব্যাপারে আমার অবস্থান হল শত্রুতামূলক অবস্থান!!

আমার সাথে প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক মিডিয়ার লোকজন সাক্ষাৎ করে বলেন কোনরকমের রাখঢাক ছাড়াই প্রশ্ন করে, সমকামিতা ও সমকামীদের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

আমি তাদেরকে বলি, প্রকৃতকথা হল এ বিষয়ে আমার কোন নিজস্ব মত নেই। আমার অভিমত হচ্ছে তাই যা আসমানী ধর্মগুলো সাব্যস্ত করেছে- ইহুদী, খৃষ্টবাদ ও ইসলাম এবং যা তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এসেছে।

আমার অভিমত সেটিই যা ভ্যাটিক্যানের পোপ বলেছেন এবং যা বলেছেন খৃষ্টান পাদ্রীগণ ও ইহুদী রিব্বি (ধর্মগুরু) গণ এবং দুনিয়ার সমস্ত নৈতিক চরিত্রের প্রতি আহ্বানকারীগণ।

এই বিকৃতির বিরদ্ধে যে কোন ধার্মিক ব্যক্তিই নিঃসন্দেহে লুত (আ.)-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন, যারা আল্লাহর দেয়া স্বভাব-চরিত্রকে মুছে ফেলতে চায়, ধ্বংস করতে চায় প্রকৃতির স্বভাবধর্মকে (ফিতরাতকে)। যারা নারীর স্থানে পুরুষকে গ্রহণ করতে চায় আর নারীদেরকে তাচ্ছিল্যভরে পরিত্যাগ করে।

যদি মানবতা তাদের এই আহ্বানকে গ্রহণ করে এবং তাদের এই পাপিষ্ট চিন্তাধারাকে সাদরে গ্রহণ করে, তাহলে এক প্রজন্মের পরেই মানব জাতিই ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ, নারী ও পুরষের মিলন ছাড়া সন্তান জন্মগ্রহণ করতে পারে না। আর সেটিই হলঃ বিবাহ যা আল্লাহ তা'আলাই বিধিবদ্ধ করেছেন।

www.pathagar.com

২. পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের পূর্ণতাবিধান

মানবতার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রথম ইউনিট হল পরিবার। এটিই প্রাকৃতিক উষ্ণ কোল (আশ্রয়স্থল) যার ছত্রছায়ায় গড়ে উঠবে স্নেহ, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও একে-অপরকে অগ্রাধিকার দেয়ার মনোভাব। এটিই হল মানবতার বংশ পরম্পরায় টিকে থাকার এবং এ পৃথিবীকে আবাদ করার একমাত্র পথ যাতে মানুষ এখানে আল্লাহর খলিফা হিসেবে কাজ করতে পারে।

পরিবার শুরু হবে স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমেঃ একজন পুরুষ ও একজন নারীর বিবাহ হবে এদের মধ্যে পবিত্রতর বন্ধন- যা প্রকাশ্যে সংঘঠিত হবে, যাতে আল্লাহ বরকত দিয়েছেন এবং লোকজন যাকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে, যা প্রতিষ্ঠিত হবে কতিপয় মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যের ওপর ভিত্তি করে।

❑ সন্তান-সন্তুতি আল্লাহর দান

এই ছোট পরিবারটি এরপর একটু একটু করে বাড়তে থাকবে, যখন সন্তান জন্ম নেবে, আর সন্তানদের উপস্থিতিঃ পরিবার গঠনের মূল উদ্দেশ্যের অন্তর্গত এবং বিবাহেরও উদ্দেশ্য! যেমনটি মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ط اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ـ (النحل : ٧٢)

আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জোড়া থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও নাতিদের সৃষ্টি করেছেন আর তিনি তোমদেরকে পবিত্র রিযিক দান করেছেন। তারা কি বাতিলে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর নিয়ামতকে তারা অস্বীকার করে? (সূরা নাহল ঃ ৭২)

কুরআনে সন্তানদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য দান

www.pathagar.com

হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সে সন্তান ছেলে হোক বা মেয়েই হোক। মহান আল্লাহ বলেনঃ

يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ - اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ج وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا ط اِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ - (الشورى : ٤٩-٥٠)

তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। (সূরা শুরা ঃ ৪৯-৫০)

জাহেলিয়াতের লোকজন ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা কন্যা সন্তান জন্ম নিলে নিজেদেরকে খুবই অসহায় ও অপমানবোধ করত। মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ - يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ اَ يُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ - (النحل : ٥٨-٥٩)

আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়; তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়। আর সে থাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়েছে, সে দুঃখে সে কওম থেকে অত্মগোপন করে। অপমান সত্ত্বেও কি একে রেখে দেবে, না মাটিতে পুতে ফেলবে? জেনে রাখ, তারা যা ফয়সালা করে তা খুবই নিকৃষ্ট। (সূরা নাহল ঃ ৫৮-৫৯)

জাহেলী চিন্তাভাবনার ফলেই জন্মগ্রহণকারী মেয়ে থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যই জঘন্য পন্থায় একে হত্যা করে। আর সেটি হল তাকে জীবন্ত হত্যা করা। এটি হল জাহেলিয়াতের পাপ যা পিতৃত্বকে কলঙ্কিত করেছে অথচ এটিই (পিতৃত্ব) ছিল মানুষের সবচেয়ে পবিত্রতম স্নেহ-প্রীতি ও ভালবাসা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

www.pathagar.com

وَإِذَا الْمَوْءُوْدَةُ سُئِلَتْ - بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ - (التكوير : ٨-٩)

আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাস করা হবে। কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে? (সূরা তাকভীর ঃ ৮-৯)

জাহেলিয়াতের এই পাপ মানুষের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে তাকে বর্তমানে দারিদ্যতার ভয়ে বা অনাগত দারিদ্যতার আশংকায় তার সন্তানকে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে যেন তার সন্তান তার সাথে না খায়। অথচ বাস্তবতা ছিল সে তাকে রক্ষা করবে হত্যা নয়, সে অভুক্ত থেকে তাকে পেটভরে খাওয়াবে!

ঠিক মানুষের বিবেকের উপর জাহেলিয়াত সওয়ার হয়েছে- দেখা যায় একজন নিজ হাতে পাথর-মাটি ঘষেমেজে এরপর তাকেই পূজা করছে, ভক্তি-শ্রদ্ধা করছে আল্লাহকে বাদ দিয়ে!!

সন্তান জন্মলাভের মাধ্যমেই পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের সূচনা হয়

পরিবারে সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের সৃষ্টি হয়। আর এ দুটিই হল স্নেহ-ভালবাসা ও অগ্রাধিকার প্রদানের মনোভাব তৈরীর ঝর্ণাধারা।

মাতৃত্ব হলঃ মায়ের পক্ষ থেকে তার শিশুর জন্য অব্যাহতভাবে দান করতে থাকা। সে দিতে থাকে কিন্তু বিনিময়ে কিছুই নেয় না। কোরবানী দেয় কিন্তু এর দ্বারা কোন ফায়েদা নেয় না। সে তার যৌবনকালকে, সুস্থতাকে, আরাম-আয়েশকে পরিত্যাগ করে, সে যা দিল তার জন্য কোন ব্যথা বা দুঃখ নেই। সে জাগ্রত থাকে যেন তার শিশু ঘুমায়, সে কষ্টভোগ করে যেন তার শিশু আরাম পায়, সে অভুক্ত থাকে যেন তার শিশু খাবার পায় ও বেড়ে উঠে।

মা বাড়ির ভেতর সন্তানের জন্য কষ্ট করতে থাকে আর পিতা বাইরে কষ্ট করে যেন তাদের প্রয়োজনীয় খরচাপাতি জোগাড় করে। এজন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে প্রাণপন চেষ্টা করে থাকে।

www.pathagar.com

❑ পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের অধিকার (পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা)

পিতৃত্ব-মাতৃত্বের হকুক বা অধিকার রয়েছে তার সন্তানের উপর সে সন্তান ছেলেই হোক বা মেয়ে হোক। আর সে হক হল সদ্ব্যবহার করা। এটি এমনই এক অধিকার যার দিকে প্রতিটি আসমানী ধর্ম আহ্বান করেছে।

তাওরাতে মুসার বিখ্যাত দশ উপদেশের মধ্যে রয়েছেঃ তুমি তোমার পিতা-মাতাকে সম্মান কর।[১]

মসিহ্ ইঞ্জিলে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে উপদেশ দিয়েছেন।

আর কুরআন বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে যার নজির অন্য কোন ধর্মে নেই। কুরআন পাকে আল্লাহর পরেই পিতামাতার অধিকারকে উল্লেখ করা হয়েছে, গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَاتُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۔ (النساء : ٣٦)

আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর সদ্ব্যবহার কর পিতা-মাতার সাথে। (সূরা নিসা ঃ ৩৬)

তিনি আরো বলেন ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۔ (الاسراء : ٢٣)

আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সদাচরণ করবে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩)

তিনি অন্যত্র বলেনঃ

اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ۔ (لقمان : ١٤)

---

১. সাফারুল খুরুজঃ ২০/১৩-১৫

www.pathagar.com

আমার ও তোমার পিতামাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই। (সূরা লুকমান ঃ ১৪)

পিতামাতার সাথে সদাচরণ করার ক্রমধারা তাওহীদের পরেই রয়েছে এজন্য পিতামাতার অবাধ্যচারণ শিরকের পরেই স্থান পেয়েছে এবং নবী করীম (সা.) একে মহাপাপ (কবীরা গুনাহ) বলে গণ্য করেছেন।

ইসলাম পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছে বিশেষ করে বৃদ্ধ কালে যখন তারা দুর্বল হয়ে পড়েন আর অপরের খিদমতের বেশী মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন। তাদের অনুভূতি তখন খুব বেশী দুর্বল ও নম্র হয়ে পড়ে ফলে সামান্য অসংলগ্ন কথাই তাদেরকে বিচলিত করে যেমন উহ (أف) বা এ ধরনের শব্দও তাদেরকে বিচলিত করে। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَقَضَى رَبُّكَ اَلاَّتَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلاَهُمَا فَلاَتَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَارَبَّيَنِيْ صَغِيْرًا - (الإسراء : ٢٣-٢٤)

আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' (উহ) বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল। আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, 'হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন'। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪)

www.pathagar.com

❑ মায়ের সাথে সদ্ব্যবহারের জন্য জোরালো নির্দেশ

যখন কুরআন পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য সাধারণভাবে নির্দেশ দিচ্ছে তখন সন্তান পালনে পিতার চেয়ে মায়ের কষ্টের ব্যাপারে ইঙ্গিত করছে (তার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার জন্য)। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهُ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ - (لقمان : ١٤)

আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতামাতার শুকরিয়া আদায় কর। (সূরা লুকমান ঃ ১৪)

তিনি অন্যত্র বলেনঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط وَحَمْلُهُ وَفِصٰلُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا -

আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতিকষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুধপান ছাড়ানোর সময় লাগে ত্রিশ মাস। (সূরা আহকাফ ঃ ১৫)

তিনি পিতামাতার ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন আর মায়ের কষ্টের কথা গর্ভধারণকালীন, প্রসবকালীন ও দুধপান করানো কালের কথা উল্লেখ করেছেন।

আর এ কারণেই রাসূল (সা.) মায়ের ব্যাপারে তিনবার নির্দেশ দিয়েছেন আর পিতার ব্যাপারে একবার, যখন তাঁকে কতিপয় মুসলমান জিজ্ঞেস করেন– কে আমার সবচেয়ে বেশী সদাচারণ পাবার হকদার? তিনি বললেনঃ তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করল, এরপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করল এরপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার পিতা।[১]

১. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, বুখারী- হাদীস নং ৫৯৭১, মুসলিম- হাদীস নং ২৫৪৮, দেখুন, আল-লুলু ওয়ালমারজান, হাদীস নং ১৬৫৩

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাদের মায়েদের সাথে সদয় ব্যবহার করার জন্য। অতঃপর নির্দেশ দিয়েছেন মায়েদের সাথে সদাচারণ করার জন্য। এরপর নির্দেশ দিয়েছেন মায়েদের সাথে ভাল ব্যবহার করার জন্য। এরপর নির্দেশ দিয়েছেন পিতার সাথে সদাচারণ করার জন্য। অতঃপর নির্দেশ দিয়েছেন নিকটাত্মীয়দের সাথে সদয় ব্যবহার করার জন্য।[২]

এই হাদীসের ভিত্তিতে কতিপয় আলেম বলেন, মায়ের জন্য তিন-চতুর্থাংশ সদয় আচরণ আর পিতার জন্য রয়েছে একচতুর্থাংশ।

এর কারণ হল, মা একের পর এক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন যা পিতা ভোগ করেন নি। তাছাড়া পিতার চেয়ে মায়ের জন্য সন্তানের বেশী খিদমত পাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, পিতার টাকা-পয়সা থাকাই স্বাভাবিক যা দ্বারা তিনি নিজের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম, মায়ের ব্যাপারে তার উল্টোটি। তাছাড়া সন্তানেরা মায়ের উপর যতটা খবরদারী করতে বা চড়াও হতে পারে বাবার উপর ততটা পারে না।

❑ সমাজের উপর মাতৃত্বের অধিকার

শুধুমাত্র সন্তানদের উপরই পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের খিদমত করার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না বরং গোটা সমাজের উপর তাদের খিদমত ও সেবাযত্ন করার দায়িত্ব রয়েছে। সমাজ যেন নারীর মাতৃত্বের যত্নের ব্যাপারে তৎপর থাকে যতক্ষণ না সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তার জন্য পর্যাপ্ত খানাপিনা ও স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে, সে যেন তার দায়িত্ব শান্তি ও নিরাপদে সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হয়।

যদি সে চাকুরীজীবি হয় তাহলে তার ডিউটি হালকা করে দিতে হবে যেন গর্ভকালীন সময়ে কাজের বোঝা বহনে সক্ষম হয় বিশেষ করে শেষের দিকে। আর যখন সন্তান জন্ম দিবে তখন অবশ্যই উপযুক্ত মাতৃত্ব ছুটি দুধপান করানোর জন্য দিতে হবে। হয়তো বা "পূর্ণ দু'বছর দুধপান করাবে, (এটা) তার জন্য যে দুধ পান করাবার সময় পূর্ণ করতে চায়।"

---

১. বায়হাকী- সুনানুর কুবরা, ইবনে মাজা, তাবারানী, আহমাদ মিকদাদ ইবনে মা'দীকারেব (রা.) হতে বর্ণিত।

www.pathagar.com

আর এটা বেতনসহ ছুটি হতে পারে, কেননা সে জাতির জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছে। আর সেটি হল একটি প্রজন্মকে লালন করা। সে বাস্তবে উৎপাদনকারী কিন্তু উৎপাদন করছে মানুষ যদিও সে অর্থ-সম্পদ উৎপাদন করছে না।

অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রফেসর গ্যারী বেকার কাতারের রাজধানী দোহায় অনুষ্ঠিত পরিবার বিষয়ক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন, যে নারী ঘরে বসে তার সন্তান লালন-পালন করছে, তাদেরকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলছে, সে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ২৫% জোগান দিচ্ছে, যা অনেকেই জানেন না। যারা মনে করেন নারী ঘরে বসে মায়ের দায়িত্ব পালন করছে সে বেকার। তাদের দৃষ্টিতে সে জাতির উন্নয়নের পথে বাধা!! অথচ আমরা দেখছি বিশ্বঅর্থনীতির এক পুরোধা এদের ধারণার উল্টোটি সাব্যস্ত করলেন।

❑ সমাজের উপর পিতৃত্বের অধিকার

সমাজের উপর যেমন মায়ের খিদমত করার দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি পিতার খিদমত ও সেবা প্রদানের দায়িত্ব রয়েছে। বাবা তার কষ্টার্জিত আয় সন্তানের জন্য ব্যয় করে। যখন তার অবস্থা কঠিন হবে সন্তান-সন্তুতি, স্ত্রীর হক আদায় করতে অপারগ হবে সমাজের উপর দায়িত্ব-কর্তব্য এসে পড়বে তার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর যেন সে সন্তানদের কর্তব্য পালনে সক্ষম হয়, খাদ্য-বস্ত্র ও বাসস্থানের, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে তার সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী। একেবারে অপব্যয়ও না হয় আবার কার্পণ্যের পর্যায়েও যেন না পড়ে।

কেননা মুসলিম সমাজে একে অপরের অভিভাবক ও পরিপূরক। ধনী সেখানে গরীরের হাত ধরে তাকে এগিয়ে নেবে, তার অভাব পূরণ করতে সচেষ্ট হবে। শক্তিশালী ব্যক্তি দুর্বলকে শক্তি সাহস যোগাবে। কারণ, মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। একজন মুমিন আরেক জন মুমিনের জন্য শীশাঢালা প্রাচীরের মত, একে অপরকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরে রাখবে। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, সে তার ওপর জুলুম করবে না। তাকে কারো হাতে ছেড়ে দিবে না অর্থাৎ প্রয়োজনের সময় তাকে পরিত্যাগ করে যাবে না। বরং তাকে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করবে।

www.pathagar.com

ইসলামে এই দুর্বলতা পূরণের জন্য কতিপয় বিধি-বিধান রয়েছেঃ

– আত্মীয়দের জন্য নাফাকার (খরচাপাতির) বিধান, যাতে ধনী ব্যক্তি তার গরীব আত্মীয়কে প্রয়োজনীয় নাফাকা দিয়ে সাহায্য করবে। এর জন্য কতিপয় নির্দিষ্ট শর্তাবলী ও নিময়-কানুন রয়েছে।

– এখানে যাকাতের বিধান রয়েছেঃ ধনীদের নিকট থেকে যাকাত উসূল করে গরীবদের মাঝে বন্টন করতে হবে। ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ বা আংশিক ভরণ-পোষণ করতে অপারগ হলে তার এতে হক রয়েছে।

– এখানে রয়েছে মুসলিম সমাজের অভিভাবকত্বের বিধান। "সে মুমিনই নয় যে পেট ভরে খেল আর তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকলো।"

– এখানে রয়েছে সাধারণ অভিভাবকত্বের বিধান যার ওপর ভিত্তি করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। মহান আল্লাহর প্রজাদের ব্যাপারে রাষ্ট্রকে দায়িত্বশীল করেছেন। সে তার প্রতিটি ক্ষুধার্ত নাগরিককে খাবার যোগান দেবে, বস্ত্রহীনের বস্ত্র সরবরাহ করবে, অসুস্থকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে আর ছিন্নমূলকে মাথাগোঁজার ঠাঁই করে দেবে।

নবী করীম (সা.) বিষয়টিকে এভাবে ব্যক্ত করেছেনঃ

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَاعِيَتِهِ، فَالإمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَاعِيَتِهِ، وَالأَبُ فِىْ أَهْلِ بَيْتِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَاعِيَتِهِ - (متفق عليه عن ابن عمر)

"তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা তোমাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং শাসক হচ্ছেন দায়িত্বশীল এবং তিনি তার প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন, আর পিতাও তার পরিবারের দায়িত্বশীল এবং তিনি তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন।"[১] অতএব, শাসকের দায়িত্ব প্রজাসাধারণের ব্যাপারে তেমনই রয়েছে, যেমনটি পিতার দায়িত্ব পরিবারের লোকজনের ব্যাপারে রয়েছে।

---

১. বুখারী ও মুসলিম ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত।

www.pathagar.com

❑ সন্তানের অধিকার

সন্তানের প্রথম অধিকার হল- পরিবারের সাথে সম্পৃক্ততার অধিকার অর্থাৎ বৈধ পিতামাতার সাথে পরিচিতির অধিকার, সমাজ তার পিতামাতার পরিচিতিকে স্বীকৃতি দেবে।

অবশ্যই প্রতিটি জন্মলাভকারী শিশুর অধিকার রয়েছে যে, তার একজন পিতা থাকবে যে তাকে প্রতিপালন করবে, তার মা থাকবে যে তাকে লালন-পালন করবে, বুকে জড়িয়ে রাখবে, স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে মানুষ করবে। আর এটিকে ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে ফিতরাত আর একে ফরয বা অবশ্য করণীয় হিসেবে নির্ধারণ করেছে দ্বীন ও শরীয়ত।

মহান আল্লাহ মানুষকে যে স্বভাব-ধর্ম দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার দাবী হল- সন্তান জন্ম নিবে একজন পিতা-মাতার ঔরসে, পুরুষ ও নারীর মিলনে, একজনের বীর্য আর অপর জনের ডিম্ব। পুরুষের বীর্য ও নারীর ডিম্বের মিলনে রেহেম বা জরায়ুতে মানুষের আকৃতি পেয়ে দিন দিন বেড়ে উঠে ভুমিষ্ঠ হবে পূর্ণাঙ্গ শিশু।

এটিই ফিতরাত বা স্বভাবজাতধর্ম ঠিক করেছে আর দ্বীন ও শরীয়ত এর প্রতিই সমর্থন দিয়ে একে ফরয করেছে যে, একজন পুরুষের সাথে একজন নারীর সম্পর্ক স্থাপন হবে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে। কুরআন এর নামকরণ করেছে "সুদৃঢ় অঙ্গীকার" বলে। এটি এমন এক বন্ধন যাকে মহান আল্লাহ বরকতময় করেছেন এবং মানুষ যাকে সম্মান করেছে। আর এর মাধ্যমে যে সন্তান জন্ম নিবে তার রয়েছে পিতা-মাতা থেকে সন্তানের অধিকার, নিকটাত্মীয় এবং সমাজের নিকটও রয়েছে তার অধিকার।

এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, সন্তান পিতার সাথে সম্পৃক্ত হবে তার বীর্যের কারণে আর মায়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে তার ডিম্ব ও গর্ভধারণ ও সন্তান জন্ম দেয়ার কারণে।

কিন্তু বর্তমানে টেস্টটিউব শিশু জন্মের মাধ্যমে দু'জন নারীর মধ্যে মাতৃত্বের বিভাজন বা বন্টন-- পৈত্রিক মাতা ও গর্ভধারণকারী মাতা বা অন্যভাবে বলা যায়, ডিম্বদাত্রী মা গর্ভবহনকারী মা, প্রকৃতপক্ষে এটি মাতৃত্বকে কলুষিত করারই নামান্তর যা দুনিয়ার সমস্ত ধর্ম নির্ধারণ করেছে এবং এর ভিত্তি করে হকুক (অধিকারসমূহ) ও ওয়াজিবাত (অবশ্য করণীয়) নির্দিষ্ট করেছে,

www.pathagar.com

মাতৃত্বের অর্থই বিপন্ন হয়েছে এবং উল্লেখিত দু নারীর মধ্যে এর প্রকৃতিই বিনষ্ট হয়ে গেছে। যদি ডিম্বদাত্রীই গর্ভে ধারণ করত এবং গর্ভকালীন দুঃখ-কষ্ট বহন করত, জন্মকালীন কষ্ট পোহাতো এবং নিজ গর্ভে তাকে লালন করত, তাহলে এই কষ্টের বিশেষ মূল্য থাকত, এর ফলে সে কল্যাণকর প্রতিদানের সে অধিকারী হত– "আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে।" (সূরা লুকমান ঃ ১৪)

এমনকি যারা স্ত্রীর সাথে জিহার (মায়ের সাথে সাদৃশ্য) করে, কুরআন তাদের এ কথাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেঃ "তারা (তাদের স্ত্রীরা) তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা তো কেবল তারাই যারা তাদের জন্ম দিয়েছে।" (সূরা মুজাদালা ঃ ২)

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মা হবেন তিনিই যার সাথে সম্পৃক্ত হবে সন্তান যিনি তাকে জন্ম দিবেন যেমনটি সে সম্পৃক্ত হবে পিতার সাথে যেই পিতা তার স্ত্রীর সাথে বসবাস করেছে শরীয়ত সমর্থিত বৈধ পন্থায় এবং তাদের মিলনে এই সন্তান জন্মেছে।

সন্তানকে তার পিতামাতার কোন একজন থেকে বঞ্চিত করা অন্যায়। যেমন তাকে পিতার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে বঞ্চিত করা, তার প্রতিপালন না করা। এতে মহাপাপ সংঘঠিত হচ্ছে যা আমরা অবৈধ সন্তান (হারাম বা জারজ সন্তান)-এর বেলায় দেখতে পাই। যে সব সন্তানকে তার মা অবৈধভাবে (বিবাহ বন্ধন বহির্ভূত পন্থায়) গর্ভধারণ করেছে। অতঃপর তার মাতাই তাকে গর্ভধারণ, জন্মদান, দুধপান, লালন-পালন থেকে শুরু করে সবধরনের দায়িত্ব ও খরচাপাতি তাকে একাই বহন করতে হচ্ছে, এই সন্তান তার পিতৃ পরিচয়হীন হয়ে যাচ্ছে এবং তার জন্মদাতা পিতার ওপর কোন দায়িত্বই চাপছে না।

এ কারণেই ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মগুলো অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে বলেছে– সন্তান জন্মলাভ করবে বিধিসম্মত পারিবারিক ছত্রছায়ায়ঃ দায়িত্বশীল পিতার তত্ত্বাবধানে এবং স্নেহশীলা দায়িত্ববান মায়ের আদর-যত্নে।

প্রত্যেক শিশুর জন্য থাকতে হবেঃ প্রকৃত মাতা কৃত্রিম মা নয় এবং প্রকৃত পিতা পালক পিতা নয়। মহান আল্লাহ বলেনঃ

www.pathagar.com

وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَائَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ـ

"আর তিনি তোমাদের পোষ্যদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তাদের মুখের কথা।" (সূরা আহযাব ঃ ৪)

কেন প্রকৃত পিতা তার পিতৃত্বের গুরুদায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে ছেড়ে ভাগছে? আর আসল ও নকল কখনও এক হতে পারে না।

কেন প্রকৃত পিতা বঞ্চিত হচ্ছে তার সন্তান থেকে যে তাকে সবার সামনে ডাক দিয়ে বলবে, ইনিই আমার আব্বু, ইনি আমার দাদু, এটি আমার পরিবার, আমার বংশ বা প্রখ্যাত কবি ফারাজদাকের মত বলবেঃ

ওরা আমার বাপ-দাদা, তুমি নিয়ে এসো ওদের মত
হে জারির! যদি তুমি কাউকে একত্রিত করতে সক্ষম হও?

❑ বিবাহ বহির্ভূত মা

অবাধযৌনতার ঢেউ বর্তমান সভ্যতার ঘাড়ে আছড়ে পড়েছে, এর ফলে সমাজে দেখা দিয়েছে বিবাহ বহির্ভূত মা-এর উপস্থিতি। এর কারণ, ব্যভিচারের ছড়াছড়ি ও প্রসার লাভ আর হারাম পন্থায় নারীদের গর্ভধারণ। আর এর দ্বারাই সন্তানরা বঞ্চিত হচ্ছে প্রকৃত পিতা থেকে। পিতারা হচ্ছে কাপুরুষ যারা হারাম পন্থায় কিছুক্ষণ উপভোগ করল এরপর দায়িত্ব ছেড়ে ভাগলো এবং অবলা নারীর ঘাড়ে সব দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দিলো, আর সে সন্তান তাদের দু'জনের অবৈধ মেলামেলার ফসল হিসেবে জন্ম নিল।

❑ পিতৃ-মাতৃহীন সন্তান সমস্যা

এর চেয়েও জঘন্যতর বিষয় হলঃ পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন সন্তান যে তার পিতামাতার কোন পরচিতি বহন করেনা। বাবা-মা জীবিত রয়েছে, তারা একসাথে নিজেদেরকে উপভোগ করেছে কোন রকমের বৈধ বন্ধন ছাড়াই, বরং সামাজিক রীতি-নীতির বিরোধীতা করে। এরপর যখন গর্ভধারণ ঘটে গেল এবং সন্তান জন্মের সময় এসে গেল পুরুষটি মেয়েটিকে ছেড়ে পালালো আর মেয়েটিও সামাজিকতার মুখোমুখি হতে ভয় পেয়ে সন্তান

www.pathagar.com

জন্মের পরই তাকে পথে-ঘাটে ফেলে দিল বা কোন অনাথ আশ্রমে কিংবা ইয়াতীমখানায় পাঠিয়ে দিল ফলে পিতামাতাহীন ইয়াতীম হিসেবে শিশুটি গড়ে উঠল, অথচ তারা জল-জ্যান্ত রয়েছে। এ সন্তানটির নেই কোন মাতাপিতার পরিচয়। নেই পিতার পরিচয় যে তাকে প্রতিপালন করবে, নেই মায়ের পরিচয় যে তাকে আদরযত্নে মানুষ করবে, নেই কোন পরিবার বা গোত্র পরিচয় যে তার সাথে সম্পৃক্ত হবে। এর মা থেকেও নেই যে তাকে কোলে-পিঠে গড়ে তুলবে, বুকে জড়িয়ে আদর-স্নেহ করবে। এটিই হল মাতৃ-পিতৃহীন সন্তান সমস্যা, অথচ এর কোন অপরাধ নেই, এ নিস্পাপ, এ নারীপুরুষের অবৈধ মেলামেশার ফসল!!

❑ মানব সন্তানের শিশুকালীন সময়কাল

মানব সন্তানের শিশুকালীন সময়টি অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর তুলনায় সবচেয়ে বড় ও লম্বা সময়। কিছু কিছু প্রাণীর সন্তান জন্মের পরপরই তারা চলাফেরার উপযুক্ত হয়ে যায়। যেমন গরুর বাছুর, যে জন্মের পরপরই নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। যেমন মুরগীর বাচ্চা, ডিম থেকে বের হয়েই কুচকুচ করে মায়ের পিছনে পিছনে দৌড়ায়। বলা হয়ে থাকে– মুরগীর বাচ্চা, ডিম থেকে বের হয়েই চিৎকারে সাচ্চা।

কিন্তু মহান আল্লাহ ভালভাবেই জানেন যে, মানব শিশুর জন্য দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পরিচর্চার প্রয়োজন, শিক্ষা-প্রশিক্ষণের প্রয়োজন, আদব-কায়দা শিক্ষার দরকার, ভালমন্দের পার্থক্য বিধান জানার প্রয়োজন। আর এটির জন্য অল্প সময় নয় বরং বেশ লম্বা সময়ের দরকার রয়েছে। এর জন্য রয়েছে বাবামায়ের বিশেষ সেবাযত্ন, লালন-পালন ও ক্রমাগত তাকে প্রশিক্ষণ দান যেন সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়।

এখান থেকেই এসে যায় পিতামাতার দায়িত্ব-কর্তব্য। যারা তাকে জন্ম দিয়েছে। যাদের মাধ্যমেই সে অস্তিত্বহীন অন্ধকার থেকে অস্তিত্বের আলোর মুখ দেখেছে। তাদের দু'জনের উপরই দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে একে জাগতিক, নৈতিক ও আত্মিক দিক থেকে গড়ে তুলার।

পিতামাতার প্রথম কর্তব্য হলঃ শিশুকে দুধপান করানো। একাজ স্বাভাবিকভাবে আঞ্জাম দিবে মা। মাতৃত্বের টানেই তাকে এ দায়িত্ব পালন

www.pathagar.com

করতে হবে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, মহান আল্লাহ মায়ের বুকে দুধের ব্যবস্থা রেখেছেন যেন ভূমিষ্ঠ সন্তানের খাবার যোগান হয় এমন এক পর্যায়ে যখন শিশুর মুখে দাঁত গজায়নি। তার পেটও কোন খাবার হজম করার মত সামর্থ রাখে না। কিন্তু বর্তমান সভ্যতার দাবীদাররা নারীদেরকে প্রলুব্ধ করে যেন তারা সন্তানদেরকে বুকের দুধপান না করায় এবং কৃত্রিম দুধের ওপর নির্ভর করে যাতে তাদের স্বাস্থ্য সুঠাম থাকে বুক হেলে না যায় .... ইত্যাদি।

কৃত্রিম দুধ কখনও মায়ের বুকের দুধের সমান হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে দুধপান করানো শিশুর পেটে দুধ পৌঁছানো নয়, বরং এরচেয়েও বিরাট ও বড় হল যে, সে তার মায়ের বুকে জড়িয়ে পড়ছে, স্নেহ, আদর অনুভব করছে। সে বুকে মুখ দিয়ে তার মায়ের অন্তরে পৌছে যাচ্ছে, সে পান করছে প্রাকৃতিক খাবার সাথে সাথে পাচ্ছে অন্তরের উষ্ণতা, আন্তরিক ও মহব্বতের খাবার, মায়ের দুধের বিকল্প কোন কিছুই হতে পারে না।*

❑ তালাকপ্রাপ্তা মায়ের তার শিশুর প্রতি অবশ্যকরণীয়

কখনও হয়তো শিশুর বাবা কর্তৃক মা তালাকপ্রাপ্তা হতে পারে। তখন হয়তো তার পিতার চক্রান্তে বা চাপে পড়ে বা অন্য কোন কারণে তার মা তাকে দুধপান করানো থেকে বিরত হতে পারে। এতে শিশু চরম ক্ষতির মধ্যে পড়তে পারে। এ ব্যাপারে সূরা বাকারায় মায়ের প্রতি নির্দেশ এসেছে সে যেন দুধপানকালীন পুরো সময় তার শিশু সন্তানকে তার প্রতি দুধপান করানোর হক তাদের খরচে যথাযথভাবে পালন করে। আর যদি পিতা মারা যায় তাহলে তার ওয়ারিসরা খরচাপাতি বহন করবে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

* বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান এটি প্রমাণ করেছে– অনুবাদক

www.pathagar.com

بِالْمَعْرُوْفِ ط لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلاَّ وُسْعَهَا ج لاَتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُوْدٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ج فَاِنْ اَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَا ط وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلاَدَكُمْ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ - (البقرة : ٢٣٣)

"আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, (এটা) তার জন্য যে দুধ পান করাবার সময় পূর্ণ করতে চায়। আর পিতার উপর কর্তব্য, বিধি মোতাবেক মাদেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা। সাধ্যের অতিরিক্ত কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় না। কষ্ট দেয়া যাবে না কোন মাকে তার সন্তানের জন্য, কিংবা কোন বাবাকে তার সন্তানের জন্য। আর ওয়ারিসের উপর রয়েছে অনুরূপ দায়িত্ব। অতঃপর তারা যদি পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শের মাধ্যমে দুধ ছাড়াতে চায়, তাহলে তাদের কোন পাপ হবে না। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে অন্য কারো থেকে দুধ পান করাতে চাও, তাহলেও তোমাদের উপর কোন পাপ নেই, যদি তোমরা বিধি মোতাবেক তাদেরকে যা দেবার তা দিয়ে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।" (সূরা বাকারা ঃ ২৩৩)

বিশিষ্ট মুফাসসিরদের মতে এ আয়াতে– মায়েরা বলতে, তালাকপ্রাপ্তা মাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা আয়াতের পূর্বাপর তালাক ও তালাক সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। কারণ হলো, যদি সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে তাদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ ঘটে। মা তার সন্তানকে দুই কারণে অবহেলা করেঃ

এক. বাচ্চাকে কষ্ট দিলে তালাকদাতা স্বামী কষ্ট পাবে।

দুই. হয়তো বা সে অন্য কাউকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রহী। এ

www.pathagar.com

কারণে সে সন্তানের প্রতি অবহেলা -অবজ্ঞা করে। মহান আল্লাহ্ এ কারণেই তালাকপ্রাপ্তাদেরকে সন্তান লালন-পালনে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা তাদের ব্যাপারে কোনরূপ অবহেলা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন না করে।[১]

ইমাম রাযী (রহ.) তাঁর তাফসীরে বলেন, মহান আল্লাহ যেমন মাকে নির্দেশ দিয়েছেন তার সন্তানকে লালন-পালন করার জন্য তাঁর এ বাণীতে– "আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে।" পিতাকেও নির্দেশ দিয়েছেন মায়ের দিকটি দেখার জন্য, যেন সে শিশুর জন্য কল্যাণকর দিক দেখাশুনা করতে সক্ষম হয়। তাই তিনি নির্দেশ দিয়েছেন উত্তম পন্থায় তার খোরপোষ দেয়ার জন্য, কাপড়চোপড় দেয়ার জন্য।[২]

পিতামাতা কর্তৃক সন্তানের অভিভাবকত্ব ও লালন-পালন করার এটি একটি দিক।

অতপর ইমাম রাযী (রহ.) অন্য একটি মাসআলার উল্লেখ করেছেন যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাহলঃ মহান আল্লাহ প্রথমেই মাকে সন্তানের লালন-পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন অতঃপর পিতাকে লালন-পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, শিশু পিতার লালন-পালনের চেয়ে তার মায়ের লালন-পালনের জন্য বেশী মুখাপেক্ষী ও জরুরী। কেননা, মায়ের পক্ষে শিশু লালন-পালনে কোন মাধ্যম প্রয়োজন নেই। কিন্তু পিতার শিশু লালন-পালনে অবশ্য মাধ্যম লাগবে। সে কোন মহিলাকে ঠিক করবে বা ভাড়া করবে দুধপান করানোর জন্য এবং প্রতিপালনের জন্য খরচাপাতি দিতে হবে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতার চেয়ে মায়ের হক বা অধিকার অনেক বেশী। এ সংক্রান্ত অনেক প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় মাসআলা যা ইমাম রাযী (রহ.) এখানে উল্লেখ করেছেন– বাচ্চাকে দুধ ছাড়ানো দু'বছরের কম সময়ের মধ্যে জায়েয নয়, তবে পিতামাতার

---

১. আত্‌তাফসীরুল কাবীর- ফখরুর রাযী, ৬/১২৪, সংস্করণ- আল-হাইয়্যা আল-আরাবিয়া আল-মিসরিয়্যা।

২. প্রাগুক্ত, ৬/১২৮

www.pathagar.com

সম্মতি থাকলে হতে পারে এবং অভিজ্ঞ লোকজনের পরামর্শের ভিত্তিতেও হতে পারে। কেননা, মা অনেক সময় দুধ পান করাতে বিরক্ত হতে পারেন অথবা পিতাও খরচাপাতি দিতে অনীহা দেখায় এসব কারণে দুধ ছাড়ানোর ব্যাপারে অগ্রনী হতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তারা নিজেদের স্বার্থে শিশুর কোন ক্ষতি হতে পারে এমন পদক্ষেপ নিতে পারবে না। তাছাড়া পরামর্শ নিতে গেলে দেখা যাবে অভিজ্ঞজনরা কোন অবস্থাতেই এমন কোন পরামর্শ দিবেন না যার কারণে শিশুর দু'বছরের পূর্বে দুধ ছাড়ানোতে ক্ষতি হতে পারে।

দেখুন, মহান আল্লাহর এই ছোট্ট শিশুটির ব্যাপারে কত দয়া-মায়া ও ইহসানের দৃষ্টি! তার ক্ষতি এড়ানোর জন্য কত শর্তারোপ করেছেন। এরপর দেখুন, সকল শর্ত পূরণ হয়ে গেলেও তিনি সরাসরি অনুমতির কথা না বলে বরং বলেছেন, "তাহলে তাদের কোন পাপ হবে না।" এর দ্বারা বুঝা যায়, মানুষ যখন দুর্বল থাকবে মহান আল্লাহর দয়া-মায়া ও রহমত তার উপর তখন বেশী থাকবে এবং তার ব্যাপারে তিনি বেশী যত্নবান হবেন।[১]

❑ শিশু-সন্তান লালন-পালনে মাতার অধিকার বেশী

শিশু অবস্থায় ইসলামী শরীয়ত সন্তানদের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বিশেষ করে পিতামাতা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অবস্থায়, বিবাদমান পিতামাতার মাঝে সন্তান বিপন্ন হওয়ার আশংকা কালে– লালন-পালনের বিধানকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে, লালন-পালন কে করবেঃ বাবা না মা? কত বছর বয়স পর্যন্ত? সন্তান পালনের খরচ কে দেবে? ইত্যাদি।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা.)-এর নিকট এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এই ছেলেটির জন্য আমার পেট ছিল তার জন্য নিরাপদ আশ্রয়, আমার বুক ছিল তার জন্য পানীয়ের উৎস আর আমার কোল ছিল তার জন্য আরামদায়ক দোলনা। এর বাবা আমাকে তালাক দিয়েছে। এখন সে একে

১. আত্‌তাফসীরুল কাবীর, ৬/১৩২

www.pathagar.com

আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়! তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ "তুমিই এর ব্যাপারে বেশী হকদার যতক্ষণ না তুমি অন্যত্র বিয়ে কর।"[১]

এই মা এমন কিছু বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যা তাকেই লালন-পালনের হকদার করেছে তালাকদাতার চেয়ে। নবী করীম (সা.) লালন-পালনের দায়িত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে এসব বিষয়কে ধর্তব্যে এনেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) তাঁর পুত্র আসেম-এর মা- আনসারী স্ত্রীকে তালাক দেন। একদিন তিনি মাহসার নামক বাজারে (কুবা ও মদীনার মাঝামাঝি অবস্থিত বাজার) তাকে দেখলেন সে বাচ্চা কোলে করে যাচ্ছে। বাচ্চাটি ইতোমধ্যে দুধ ছেড়ে দিয়েছে। উমর (রা.) গিয়ে তার কাছ থেকে ছেলেকে কেড়ে নিতে চাইলে বাকবিতন্ড লেগে যায় এবং শিশুটি চিৎকার দিতে শুরু করে। তিনি বলেন, আমি তোমার চেয়ে এ সন্তানের বেশী হকদার। শেষ পর্যন্ত মহিলা আবু বকর (রা.)-এর নিকট বিচারপ্রার্থী হন। তিনি মহিলার পক্ষে রায় দেন এবং উমর (রা.)-এর উদ্দেশ্যে বলেন, তার মায়ের বাতাস, বিছানা ও কোল তোমার চেয়ে শিশুর জন্য বেশী উত্তম যতক্ষণ না সে বড় হয় এবং নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[২]

অন্যত্র বিয়ে না করা পর্যন্ত মায়ের জন্য শিশুর লালন-পালনের অধিকার থাকে তবে তার প্রতি ওয়াজিব হল প্রচলিত প্রথা ও রেওয়াজ মোতাবেক সে যেন শিশুর পিতাকে শিশুটিকে যখন তখন দেখার সুযোগ দেয়। কোনক্রমেই তার জন্য জায়েয হবে না যে, সে শিশুকে তার পিতাকে দেখা থেকে বাধা দেয়। তেমনিভাবে শিশুর মাথায় এমন কিছু ঢুকিয়ে না দেয় যাতে সে তার বাবার প্রতি বিদ্বেষী না হয় বা তাকে ঘৃণা না করে, যেমনটি অনেক মা-ই করে থাকে। কেননা সন্তান ভবিষ্যতে তার পিতা ও বংশের কাছেই সাধারণত চলে যায়। আর এর কারণ হল, সে তার এবং তাদেরই

---

১. আবু দাউদ, তালাক অধ্যায়, হাদীস নং ২২৭৬, আহমাদ- আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত, হাদীস নং ৬৭০৭। তাঁরা এর সনদকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।

২. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদীস নং ১২৬০১

www.pathagar.com

অংশ। আরব কবি বলেন,

তোমার ভাই, তোমারই ভাই যদি তার কোন ভাই না থাকে
যেমন কেউ যুদ্ধ করতে চলেছে অস্ত্র-বল ছেড়ে।
মানুষের চাচার ছেলে- তার ডানা স্বরূপ
বাজপাখী তার ডানা ছাড়া কি উড়াল দিতে পারে?

তেমনিভাবে যদি সন্তান এক নির্দিষ্ট বয়সের পর তার পিতার কাছে ফিরে যায়, তার পিতার প্রতিও ওয়াজিব হল সে যেন তার মাকে এ সন্তানকে দেখা থেকে বঞ্চিত না করে এবং একেও তার মায়ের সাথে দেখা করতে বাধা না দেয়।[১] কেননা এ বাধাদান একজন মানুষ হিসেবে অপর মানুষের প্রতি হবে চরম বর্বরতা এবং চরম জুলুম ও অন্যায়!

❑ ইয়াতীম শিশুর লালন-পালনের অধিকার

ভাগ্যের ফেরে যদি কোন শিশু এক নির্দিষ্ট সময়ে তার পিতা থেকে বঞ্চিত হয়, সে বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পূর্বেই তার পিতা ইন্তিকাল করে তাহলে একে বলা হয়ে থাকে ইয়াতীম। এক্ষেত্রে শিশুর দায়-দায়িত্ব এসে যায় মুসলিম সমাজের ওপর। যদি সে দরিদ্র হয় তবে প্রথমেই রয়েছে আত্মীয়-স্বজন যাদের উপর এর খরচাপাতি বহন করা ওয়াজিব। আর যদি সে ধনবান হয় তাহলে তার সম্পদকে উত্তম পন্থায় বিনিয়োগ করতে হবে।

যদি তার কোন নিকটাত্মীয় না থাকে তাহলে গোটা সমাজের উপর তার প্রতিপালনের দায়িত্ব এসে বর্তায়। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেনঃ

"আমি প্রতিটি মুসলমানের জীবনের ব্যাপারে বেশী হকদার, যদি কেউ সম্পদ রেখে যায় তাহলে তা তার ওয়ারিসরা পাবে। আর যদি ঋণ বা নাবালেগ সন্তান-সন্ততি রেখে যায় যাদের ভরণ-পোষণের কোন ব্যবস্থা নেই, তাহলে আমিই তাদের অভিভাবক।[২]

কুরআন মজীদ এ কারণেই ইয়াতীমদের জন্য 'ফায়' ও 'গনীমত'-এর মালে এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

---

১. দেখুন, ফিকহ-এর কিতাবগুলিতে হাদ্বানা অধ্যায়।

২. মুসলিম আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হাদীস নং ১৬১৯

www.pathagar.com

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِىْ الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ -

"আল্লাহ্ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে ফায় হিসেবে যা দিয়েছেন তা আল্লাহর, রাসূলের, আত্মীয়-স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীন ও মুসাফিরদের।" (সূরা হাশর ঃ ৭)

তিনি আরো বলেনঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ -

"আর জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু গনীমতরূপে পেয়েছ, নিশ্চয় আল্লাহর জন্যই তার এক-পঞ্চমাংশ ও রাসূলের জন্য, নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য।" (সূরা আনফাল ঃ ৪১)

ইসলাম ইয়াতীম প্রতিপালনকে এক বিরাট নেকীর কাজ হিসেবে এবং মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী আমল হিসেবে গণ্য করেছে। এব্যাপারে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেনঃ

"আমি ও ইয়াতীম প্রতিপালনকারী এভাবে জান্নাতে অবস্থান করব এবং তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলির দিকে ইঙ্গিত করেন আর এ দুটিকে একত্রে করে দেখান।" [১]

ইসলাম মুসলিম সমাজের নিকট ইয়াতীম সম্পর্কিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দাবী করেছেঃ

প্রথমত ঃ যদি ইয়াতীম শিশু সম্পদশালী হয় তাহলে তার মালের হেফাজত করা। মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَلَاتَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ - (الأنعام : ١٥٢)

"আর তোমরা ইয়াতীমদের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না, সুন্দর পন্থা

---

১. বুখারী, হাদীস নং ৬০০৫

www.pathagar.com

ছাড়া। যতক্ষণ না সে পরিণত বয়সে উপনীত হয়।" (সূরা আনআম ঃ ১৫২)

যারা ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করবে তাদের কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَّسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا - (النساء : ١٠)

"নিশ্চয় যারা ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা তো তাদের পেটে আগুন খাচ্ছে; আর অচিরেই তারা প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে।" (সূরা নিসা ঃ ১০)

দ্বিতীয়ত ঃ সেটি প্রথমটির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণঃ ইয়াতীমের ব্যক্তিত্বের হেফাজত করা, তাকে তিরস্কার-ধিক্কার দেয়া যাবে না, তার মান-হানি করা যাবে না, তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেনঃ

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلاَ تَقْهَرْ - (الضحى : ٩)

"সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হয়ো না।" (সূরা দুহা ঃ ৯)

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ - فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ - (الماعون : ١ . ٢)

"তুমি কি তাকে দেখেছ, যে হিসাব-প্রতিদানকে অস্বীকার করে? সে-ই ইয়াতীমকে কঠোরভাবে তাড়িয়ে দেয়।" (সূরা মাউন ঃ ১-২)

তিনি অন্যত্র বলেনঃ

كَلاَّ بَلْ لاَّ تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ - (الفجر : ١٧)

"কখনো নয়, বরং তোমরা ইয়াতীমদের দয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন কর না।" (সূরা ফাজর ঃ ১৭)

এর ফলে ইয়াতীম সুষ্ঠু-স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠবে কোনরূপ মানসিক প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই। শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব নিয়ে। সে অনুভব করবে যে, সে সমাজেরই এক ক্ষুদ্র অংশ, সে ঘৃণিত নয় বা প্রত্যাখ্যাত নয় বরং সে তার

www.pathagar.com

অধিকার প্রাপ্ত, সমাজে তার মান-সম্মান রয়েছে, বড়রা তার প্রতি সন্তানের মত আচরণ করছে আর ছোটরা তাকে ভাইয়ের মত দেখছে।

পিতৃহীন ইয়াতীমের বেলায় মায়ের উপর দায়িত্ব অনেক বেশী হয়, কেননা সে একাই সব দায়-দায়িত্ব বহন করে। অনেক মা-ই মনে করেন, তিনিই তার মা-বাবা। অনেক মা-ই বিবাহ করতে অস্বীকার করে, অথচ সে পূর্ণ যৌবনা। কেননা, সে এই সন্তানের লালন-পালন করতে চায়। সৎপিতার ব্যাপারে সাধারণতঃ তার আশংকা থাকে সে অন্যের সন্তানের ঝামেলামুক্ত থাকতে চাইবে। সে এর দিকে বাঁকা চোখেই দেখবে, তাকে তেমন আদর-যত্ন করবে না। এমনকি অনেকেই শর্তারোপ করে যেন এ সন্তানকে অন্যত্র রাখার ব্যবস্থা করে।

এ ধরনের মা যিনি তার সন্তানের জন্য জীবন-যৌবন কুরবান দিলেন, একে অবশ্য ইয়াতীমের অভিভাবক-প্রতিপালক বলা যাবে যিনি জান্নাতে নবী করীম (সা.)-এর পার্শ্বে (সমপর্যায়ে) স্থান পাবেন। এ ব্যাপারে একটি হাদীসে এসেছেঃ

أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أنى أرى امرأة تبادرنى (تزاحمنى) فأقول لها : مالك؟ ومن أنت؟ فتقول : أنا امرأة قعدت على أيتام لى -

"আমিই প্রথমে জান্নাতের দরজা খুলবো। কিন্তু আমি দেখবো এক মহিলা আমার সাথে সাথেই প্রবেশ করার চেষ্টা করছে (আমাকে ভিড় করছে)। আমি তাকে বলবোঃ "তোমার কি হয়েছে? কে তুমি?" সে বলবে, আমি এক নারী, যে তার ইয়াতীম সন্তানের জন্য সারা জীবন বসে ছিল অর্থাৎ অতিবাহিত করেছে [অন্যত্র বিয়ে করেনি]।"[১]

---

১. ইমাম হায়সামী তাঁর আল-মাজমা গ্রন্থে ৮/১৬২ বলেন, আবু ইয়ালা এ হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আব্দুস সালাম বিন আজলান নামক এক বর্ণনাকরী রয়েছে যাকে আবু হাতেম ও ইবনে হিব্বান সেকা (বিশ্বস্ত) বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, সে ভুল করে আর উল্টা বলে। এর অবশিষ্ট রাবীরা সেকা। ইমাম মুনজেরী তাঁর তারগীব ওয়া তারহীব গ্রন্থে বলেন, এটি আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন এবং ইনশাআল্লাহ এর সনদ উত্তম। (তারগীব ওয়াততারহীব ১৫১৮)

www.pathagar.com

সন্তানরা মায়ের মৃত্যুর কারণে চরম বিপদে পড়ে, যে মা তাকে আদর-যত্ন, স্নেহ-মমতা দিয়ে বড় করত তার থেকে বঞ্চিত হয়। এখানে সন্তানরা পিতার ঘাড়ে আমানত, তার উপর দায়-দায়িত্ব দ্বিগুণ বেড়ে যায়। তখন পিতাই হয়ে যান এ সন্তানদের মা-বাবা, যদিও মায়ের অন্তরের মত সামন্যতম বিকল্পও আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

আমরা সমাজে এমন কিছু পিতাকেও দেখতে পাই যারা সন্তানদের দিকে চেয়ে আর বিবাহ করেন না। মা-হারা সন্তানদের দিকে চেয়ে পুরা যৌবনকে কুরবানী দেন। তাদের জন্য ভাল ভাল বিয়ের প্রস্তাব এলেও তারা আর বিয়ে করেন না। হয়তো এদের অনেকেরই বয়স অল্প বা সামান্য বেশী এখনো বৃদ্ধ হয়ে যাননি। তারা সন্তানের চিন্তায় নিজের জীবন-যৌবনকে পর্যন্ত কুরবানী দেন। সমাজে এদের রয়েছে অনেক সুখ্যাতি ও মানুষের মুখে মুখে এদের জন্য প্রশংসা ও দোয়া আর অবশ্যই রয়েছে মহান আল্লাহর নিকট বিরাট প্রতিদান। তাদের এই আত্ম-ত্যাগ আল্লাহর পথে এক ধরনের জিহাদ হিসেবে গণ্য হবে [ইনশা আল্লাহ]।

❑ পিতার পিতৃত্ব ত্যাগ অথচ তিনি জীবিত

কিছু কিছু পিতা রয়েছে যারা তার সন্তানের পিতৃত্বকে সন্তুষ্টচিত্তে পরিত্যাগ করে অথচ সে জীবিত!! পিতৃত্ব পরিত্যাগ করা জায়েয নয়। কেননা, তার উপর অন্যদের হক বা অধিকার রয়েছে। আর অন্যান্যদের মধ্যে তার কলিজার টুকরা! সন্তানরা রয়েছে। কেন সে পিতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে? কেন পরিত্যাগ করছে? হয়তো সে তার কামনা-বাসনার পিছনে ছুটছে বা দুনিয়া কামাবার জন্য, মাল-সম্পদ জমাবার জন্য। সে রয়েছে হিসাবের নম্বরের জগতে, জমাচ্ছে, গোছাচ্ছে, সন্তান-সন্তুতিকে ফেলে দিয়ে, সে তার সন্তানদেরকে ওদের মায়ের কাছে ফেলে দিয়েছে যে মা-ই এখন বাবা-মা। এ ধরনের বাপ বেঁচে থেকেও মৃত, উপস্থিত থেকেও অনুপস্থিত। মানুষ তো বাবাহারা সন্তানদের প্রতি দয়া করে কিন্তু বাবা কর্তৃক পরিত্যক্ত বা অবহেলিত সন্তানদের প্রতি কে বা দেখে? কে তাদের প্রতি স্নেহের হাত বাড়ায়?

এই হতভাগা পিতা লাখ লাখ, কোটি কোটি টাকা জমা করল। সে মাল

www.pathagar.com

জমা করল কিন্তু সন্তানদের ধ্বংস করল। সে বিরাট ক্ষতিগ্র... জিনিসের বিনিময়ে কল্যাণকর বস্তুকে হারালো।

এই পিতা তার সন্তানদের প্রতি জুলুম-অবিচার করল। সে তার স্ত্রী... জুলুম করল। হয়তো দেখা গেল মহিলা কর্মজীবি। সারাদিন কর্মক্ষে... কাটিয়ে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে বাসায় ফিরলো, এসে বাসার কাজে হাত দিল যা তাকে করতেই হবে। এরপর ছেলেমেয়েদের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করা, তাদের কাপড়-চোপড় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা, তাদের চিকিৎসা, লেখাপড়া ইত্যাদি দেখা। তাদের পড়ার অগ্রগতি দেখা, অতি সকালে তাদেরকে স্কুল-কলেজ বা মাদ্‌রাসা-মক্তবের জন্য উঠানো, বই-পত্র, খাতা-কলম, টিফিন রেডি করে দেয়া, সেই তাদের বাবা-মা, খাদেম-পরিচারিকা, শিক্ষক-মুরুব্বী। এদের পিতা এসব থেকে সম্পূর্ণ গাফেল!!

এটি স্পষ্ট জুলুম যা পুরুষের পক্ষ থেকে নারীর ক্ষেত্রে ঘটছে, তেমনি এটা ঘটছে পিতার পক্ষ থেকে সন্তানদের ওপর। আর আল্লাহ জুলুমকারীদের ভালবাসেন না।

❑ বাবা-মা জীবিত থেকেও ইয়াতীম

এর চেয়েও জঘন্য হলঃ শিশুর পিতামাতা দু'জনেই চরম ব্যস্ত, তারা শিশুর ব্যাপারে কোন চিন্তাই করে না। তারা জানেনা শিশুরা কি করেছে, আর কি করবে, জানেনা কি চায় আর তাদের প্রয়োজনই বা কি।

তার দুজনেই ব্যস্ত। পিতা তার ধনসম্পদ নিয়ে, ব্যবসা নিয়ে বা দুনিয়া নিয়ে। আর মা তার সাজসজ্জা, শারীরিক সৌন্দর্য ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে, গাল-গল্প নিয়ে, সভা-সমিতি নিয়ে, কি দিয়ে চুল পরিপাটি করবে, ঠোঁট রাঙ্গাবে!

এই সন্তান মাতা-পিতা থেকেও আজ ইয়াতীম হয়েছে, অথচ তাদের দুজনই জীবিত! এই জমীনের বুকে তারা দিব্যি চলেফিরে বেড়াচ্ছে, সর্বত্র তাদের সরব উপস্থিতি কিন্তু একমাত্র পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের জায়গায়!!

এই হল প্রকৃত ইয়াতীম যার ব্যাপারে কবীদের আমীর (আমীরুশশুয়ারা)

www.pathagar.com

আহমাদ শাওকী বলেন,

সে ইয়াতীম নয় যার মা-বাবা মারা গেছে
আর রেখে গেছে নিঃস্ব-লাঞ্ছিত সন্তানদের।
তাদের মৃত্যুতে কুহেলিকাময় দুনিয়া দিয়েছ
তার সময়ের কঠিন শিক্ষা।
সেই তো প্রকৃত ইয়াতীম যার রয়েছে
মা আর বাবা, যারা তাকে ছেড়ে চরমভাবে ব্যস্ত।

❑ সন্তান উত্তমভাবে লালন-পালনে পরিপূরক হওয়া

পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের পরিপূর্ণতার মধ্যে এটিও অন্তর্ভুক্ত যে, তারা সন্তানদের লালন-পালন এবং তাদেরকে উত্তমভাবে আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে, আধ্যাত্মিকভাবে তাদের মাঝে ঈমান-ইবাদতের দৃঢ় বিশ্বাস ও বাস্তব আমল শিক্ষা দিবে, জ্ঞানগত দিক দিয়ে তাদের সুশিক্ষা-সংস্কৃতির তালিম দিবে এবং চারিত্রিকভাবে উত্তম আদব-কায়দায় গড়ে তুলবে আর শারীরিকভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শারীরিক মজবুতীর দিকে দৃষ্টি দিবে এবং সামাজিকভাবে তারা যেন দেশ ও সমাজকে ভালবেসে এর খিদমতগার হয় সেভাবে তাদের গড়ে তুলবে। আর রাজনৈতিকভাবে তাদের শিক্ষা দিবে তারা যেন উম্মতের ঝান্ডা হাতে ঈমান-আকীদার জন্যে তৈরী থাকে আর শৈল্পিকভাবে তারা যেন সৌন্দর্য প্রিয় হয় আর ভাষাগত দিক দিয়ে যেন তারা জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি রপ্ত করতে পারে এবং জাতির ভাষায় নিজের বুঝ-সমঝকে ব্যক্ত করতে, উপস্থাপন করতে পারে সেভাবেই তাদেরকে গড়ে তোলা পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের পরিপূর্ণতার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এই শিক্ষা-প্রশিক্ষণ নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজ। এ সম্পর্কে পিতামাতা উভয়েই জিজ্ঞেসিত হবে, যেমনটি নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা তোমাদের অধীনস্থদের

www.pathagar.com

ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। ..... আর পিতাও তার পরিবারের দায়িত্বশীল এবং তিনি তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন।"[১]

আল্লাহ্র সমীপে অবশ্যই এর জন্য রয়েছে দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা, অন্তঃকরণের নিকট রয়েছে জবাবদিহিতা ও সামজের নিকট রয়েছে দায়বদ্ধতা।

শিশুর প্রাথমিক পর্যায়ে পিতার চেয়েও অধিক দায়িত্ব রয়েছে মায়ের উপর। কেননা, পিতার চেয়ে মা শিশুর পাশে প্রায় সার্বক্ষণিক থাকে এবং তার সাথে কোনরকমের মাধ্যম ছাড়াই সবকিছু করে। আর এ কারণেই জ্ঞানী-গুণীজন, কবি-সাহিত্যিকগণ এবং মুরব্বীরা (প্রশিক্ষখগণ) মায়ের গুরুত্ব দিয়েছেন সবচেয়ে বেশী এবং তাকে শিশুর প্রথম পাঠশালা হিসেবে গণ্য করেছেন। মহান কবি হাফেজ ইবরাহীম এ ব্যাপারে বলেন,

মা হলেন পাঠশালা যদি সেভাবে তৈরী করতে পার
তৈরী হবে সুশীল সমাজ ও জাতি এরই মাধ্যমে।

শিশু যতই বড় হতে থাকবে পিতার দায়িত্ব বাড়তে থাকবে। আর এর মাধ্যমে পিতার দায়িত্ব হবে মায়ের চেয়েও বেশী ও বড়। কেননা সে শিশুকে দিকনির্দেশনা দিবে, তার প্রতি দৃষ্টি রাখবে, তার চলাফেরা-স্বভাব-চরিত্রের উপর পর্যবেক্ষণ করে তাকে সঠিক পথে গাইড করবে, আর এই দায়িত্ব প্রথমেই বর্তায় পিতার কাঁধে।

কোন কোন পিতা মনে করেন তার কাজ হল সন্তান জন্মদান করা। এরপর সে তাদের ভুলে যায়, এদের সম্পর্কে কিছুই জানে না! কেউ কেউ তো তার সন্তান কোন স্কুলে পড়ে? বা কোন ক্লাশে পড়ে? বলতে পারেনা। সন্তানের বন্ধু-বান্ধবরা ভাল না খারাপ? সে কি একাকী চলে না তার কোন বন্ধু রয়েছে? তার সাথীরা কি নিরাপদ, সুস্থমনের অধিকারী নাকি চরিত্রহীন? স্কুল-কলেজ কর্তৃক অভিভাবক মিটিং-এ ডাকা হলে, তাতে উপস্থিত হয় না। পাঠ-মান পত্র দেয়া হলে তার কোন জবাব দেয়না, হয়তো সে চিঠি

১. বুখারী ও মুসলিম।

www.pathagar.com

পড়েই দেখে না। তার ছেলে চরিত্রবান হল না দুঃশ্চরিত্রের হল কোনই ভ্রুক্ষেপ নেই। লেখাপড়ায় মনোযোগী না অমনোযোগী? কোনই খবর রাখে না।

কেউ কেউ মনে করে আছে, ছেলেমেয়েদের যা টাকা-পয়সার প্রয়োজন সবই পুরোপুরি দিতে হবে, ভাল খাবার/টিফিন, ভাল কাপড়-চোপড়, ভাল থাকার, ভাল যানবাহন ইত্যাদি ইত্যাদি। এর দ্বারা হয়তোবা তিনি নিজেই তাকে খারাপের পথে এগিয়ে দিলেন।! যেমনটি কবি আবুল আতাহিয়া বলেন,

যদি যুবকেরা টাকা-পয়সা, বেশী সুযোগ-সুবিধা পায়
তাদের খারাপ হতে লাগেনা মোটেই সময়।

আশ্চর্যের বিষয় হল– পিতা মনে করে সে এর দ্বারা তার উপর যে দায়িত্ব-কর্তব্য ছিল তা তিনি পালন করছেন, যখন তাকে তার চাহিদা মোতাবেক সব কিছু সরবরাহ করছেন। অথচ মহান আল্লাহ স্বামী ও বাপ-দাদাকে সম্বোধন করে বলেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ - (التحريم : ٦)

"হে ঈমানাদরগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর।" (সূরা তাহরীম ঃ ৬)

এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, সন্তান-সন্তুতিরা পরিবারের অন্তর্গত যাদের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট মানুষকে জবাবাদিহী করতে হবে। মহান আল্লাহ বাপ-দাদাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাদের জীবনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে, শুধুমাত্র যেন ক্ষুৎ-পিপাসা, পোশাক-আশাক তথা বৈষয়িক বিপর্যয় থেকেই রক্ষা করে ক্ষান্ত না হয়।

এ জন্যই আলী (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "তাদেরকে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা দিন।"[১]

১. দেখুন, যাদুল মায়াদ- ইবনুল জাওযী (রহ.) কর্তৃক এ আয়াতের উদ্ধৃত ব্যাখ্যা।

www.pathagar.com

নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি ইরশাদ করেনঃ "পিতা কর্তৃক সন্তানকে সর্বোত্তম উপঢৌকন যা দেয়া হয় তা হল– উত্তম আদব-কায়দা শিক্ষাদান।"[১]

পিতার উপর অবশ্য কর্তব্য হল যিনি তার সন্তানকে সত্যিকার অর্থে ভালবাসেন এবং তাদেরকে স্নেহ করেনঃ তিনি যেন তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেন অর্থাৎ তিনি যেন জাহান্নামের পথে চলার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। তিনি যেন তাদেরকে পাপের পথ থেকে, খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখেন। তাদেরকে ছোটবেলা থেকেই ফরয-ওয়াজিব আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান করে গড়ে তুলেন, আল্লাহমুখী হিসেবে গড়ে তুলেন, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার, প্রতিবেশীদের সাথে ভাল আচরণ, পশু-পাখির সাথে, সর্বস্তরের মানুষের সাথে তারা যেন সহনশীল আচরণে অভ্যস্ত হয় সেভাবে তাদেরকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন।

আর এভাবেই তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা যাবে এবং জান্নাতের নিকটবর্তী করা সম্ভব হবে–

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ -

"সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সেই সফলতা পাবে।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৮৫)

❑ শিক্ষা-প্রশিক্ষণে একক পরিপূর্ণ সিলেবাস গ্রহণ

ছেলেমেয়েদের লালন-পালন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বাবা-মাকে একক সমন্বিত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। পিতার উচিৎ হবে না যে, সে খুব কড়া শাসন করবে ছেলেমেয়েদেরকে আর অন্যদিকে তার মা তাদেরকে একেবারে নরম ও ঢিলেঢালা পদ্ধতি গ্রহণ করে। বরং তারা মধ্যপন্থী পদ্ধতি গ্রহণ করবে যাতে না হবে চরম কড়া ও কঠিন, আর না হবে

---

১. তিরমিযী, হাকেম, ইমাম আলবানী (রহ.) এটিকে জামেউস সাগীরের দুর্বল হাদীস সমূহে উল্লেখ করেছেন হাদীস নং ৫২৩১, আমর ইবনে সা'ঈদ ইবনুল আ'স (রা.) থেকে।

www.pathagar.com

একবারে ঢিলা। কেননা, কড়া শাসন অনেক সময় সন্তানের ব্যক্তিত্বকে খুব নিচ ও হীন করে গড়ে তোলে বা তাদের সব ব্যাপারেই অনাগ্রহ মনোভাব সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে মানসিক সমস্যা দেখা দেয় যার ফলে অনেক সময় তারা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠে না। আবার হয়তোবা তাদের মধ্যে গড়ে উঠে প্রতিশোধপূর্ণ মনোভাব এবং তাদের মধ্যে খারাপের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে ক্রমান্বয়ে তারা পাপের পথে পা বাড়ায়।

ইসলাম আমাদেরকে নির্দেশ দেয় যেন আমরা সকল মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করি। আমাদের আচার-ব্যবহার যেন নম্র হয়, রুঢ় না হয়। কোন বিষয়ে নম্রতা থাকলে তাকে সৌন্দর্য্যমন্ডিত করে আর কোন বিষয়ে রুঢ়তা থাকলে তাকে কদর্য ও কলঙ্কিত করে দেয়। মহান আল্লাহ সব ব্যাপারেই নম্রতা পছন্দ করেন এমনকি বিরুদ্ধবাদী ও শত্রুর সাথেও। তাহলে কিভাবে সন্তানদের সাথে রুঢ় আচরণ করবেন যাদের ব্যাপারে মুমিন-মুসলমানগণ তাদের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে যেন তাদেরকে চক্ষুশীতলকারী দান করেন–

.... رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ -

".... হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে।" (সূরা ফুরকান ঃ ৭৪)

এ জন্য নবী করীম (সা.) কতিপয় আরব সরদারের ভূমিকাকে অবজ্ঞা ও তিরস্কার করেন যখন তারা নবী করীম (সা.) কর্তৃক তাঁর নাতীদেরকে চুমু খেতে দেখে আশ্চর্যান্বিত হন। এমনকি তাদের একজন বলে ফেলেন, আমার দশজন সন্তান-সন্তুতি রয়েছে, আমি তাদের কাউকে কখনো চুমু দেইনি। তখন নবী করীম তার দিকে চেয়ে বললেনঃ

مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ - (متفق عليه)

"যে ব্যক্তি (কারো প্রতি) দয়া করবে না, তার প্রতিও দয়া করা হবে না।"[১]

---

১. বুখারী, মুসলিম আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। বুখারী হাদীস নং ৫৯৯৭, মুসলিম হাদীস নং ২৩১৮। দেখুন, আল-লুলু ওয়ালমারজান হাদীস নং ১৪৯৭। উল্লেখিত হাদীসে আরব নেতা হলেন আকরা' ইবনে হারেস আত্তামিমী (রা.)।

www.pathagar.com

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আরব বেদুইন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আসলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আপনারা ছোট বাচ্চাদেরকে চুমু দেন। আমরা তো তাদের চুমু দেই না। তখন রাসূল (সা.) বললেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা কি তোমার অন্তঃকরণ থেকে দয়া-মায়া ছিনিয়ে নিয়েছেন?![১]

ছোটদের অধিকারের মধ্যে এটিও অন্তর্গত যে, তাদেরকে খেলা-ধুলা করার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধে দিতে হবে যেন তারা ইচ্ছামত খেলার সুযোগ পায়। মহান আল্লাহ্ শিশুদের মাঝে বিরাট শক্তি দিয়েছেন তাকে খেলার মাধ্যমে খরচ করতে হবে, যা তাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গকে শক্তিশালী করবে, শরীরকে সুঠাম করবে, তাদের চলার গতি বাড়াবে, মনের মাঝে প্রশান্তি নিয়ে আসবে আর তাদের সমবয়সী অন্যদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণ করবে। পিতামাতার উচিত হবে যেন তারা সন্তানদেরকে খেলাধুলা করার সুযোগ করে দেন। এতে যদি কিছু খরচাপাতি হয় বা সময় ব্যয় হয় তবুও। যেমন তাদের সাথে ফুটবল খেলা বা ব্যায়াম করা কিংবা দৌড় বা লম্ফ-ঝম্ফ করা। অথবা তাদেরকে পিঠে চড়িয়ে ঘুরানো যেন তার জন্য তার পিতার পিঠ ঘোড়া হয়ে গেল।

কতিপয় অভিজ্ঞ জ্ঞানবান ব্যক্তি বলেন, সাত বছর তোমার ছেলের সাথে খেলাধুলা কর, সাত বছর তাকে আদব-কায়দা শিক্ষা দাও এবং সাত বছর তাকে তোমার ভাই করে নাও। এরপর তার ঘাড়ের উপর তার লাগাম ছেড়ে দাও।

বর্তমান যুগে জ্ঞানগত দিক চর্চা করার অনেক কিছুই পাওয়া যায় সেগুলো আমাদের শিশুদেরকে সরবরাহ্ করতে হবে। আজকে বৈদ্যুতিক গেম (কম্পিউটারে) পাওয়া যায় এগুলোর মধ্যে যেগুলো ভাল তাদের বয়স ও যোগ্যতা অনুযায়ী এবং যা আমাদের নীতি-নৈতিকতার সাথে সামঞ্জস্যশীল তা দেয়া যেতে পারে।

নবী করীম (সা.) শিশুদেরকে নিয়ে খেল-তামাশা করতেন। তিনি তাঁর পবিত্র পিঠ তাঁর নাতীদের জন্য নিচু করতেন যেন তারা তাঁর পিঠের ওপর

---

১. বুখারী হাদীস নং ৫৯৯৮, মুসলিম হাদীস নং ২৩১৭, আল-লুলু ওয়ালমারজান হাদীস নং ১৪৯৬

www.pathagar.com

চড়তে পারে, যদিও তিনি নামাযে, সিজদারত থাকতেন। যেমনটি তিনি একবার হাসান বা হোসাইনের জন্য করেছিলেন যখন তিনি সিজদারত অবস্থায় ছিলেন। তিনি সিজদা লম্বা করেন, সাহাবীরা মনে করেন, হয়তো তাঁর কিছু ঘটেছে। নামায শেষ করার পর তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, কি কারণে সিজদা এত লম্ব করা হয়? তিনি বলেন, আমার ছেলে (নাতী) আমার পিঠে চড়ে বসেছিল। এ কারণে আমি তাড়াতাড়ি উঠতে পছন্দ করিনি।[১]

নবী করীম (সা.)- এ শিশুর পিঠে চড়ার আনন্দকে তাকে ধমক বা রুঢ় আচরণের দ্বারা তাৎক্ষণিক খতম করে দেননি। বরং তাকে একটু সময় দেন যেন সে নিজে থেকেই একটু পরে নেমে যায়!

তিনি বিশিষ্ট সাহাবী আবু তালহা (রা.)-এর ছোট্ট ছেলে আবু উমাইর-এর সাথে হাসি-মজাক করেছেন। তিনি তাকে বলেন, হে আবু উমাইর! নুওয়াইরের কি ঘটেছে? আর নুওয়াইর ছিল একটি পাখি যাকে নিয়ে সে খেলা করত।[২]

সন্তান-সন্তুতি লালন-পালনে যেমন অত্যধিক কাঠিন্যতা ও রুঢ়তা গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনিভাবে একেবারে ঢিলে-ঢালা ও শিথিলতাও কাম্য ও গ্রহণীয় নহে।

আমরা যেন কোনক্রমেই আমাদের সন্তানদেরকে একেবারে লাগামহীন-ভাবে ছেড়ে না দেই সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা এরাই আমাদের প্রথম এবং শেষ সম্পদ. এরাই আমাদের একমাত্র সম্পদ। এদের দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দিতে হবে। তাদেরকে শাসন করতে হবে যদি বার বার একই দোষ-ত্রুটি ঘটে। কিন্তু অবশ্যই উত্তম ও সুন্দর পন্থায়, শাসন যেন বেশী কড়া না হয়ে যায় যা হিতে বিপরীত হতে পারে। আমরা যেন ভুলের সংশোধন, ভুল দ্বারা না করি। বরং ভুলের সংশোধন করবো সঠিক পদ্ধতি দ্বারা।

১. বুখারী ও আহমাদ শাদ্দাদ বিন আল-হাদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন।
২. বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থ।

www.pathagar.com

আমাদের সন্তানরা যেন তাদের সবার প্রতি পিতামাতার আচরণ সমান মনে করে। তারা যেন মনে না করে যে, ওকে বেশী ভালবাসে আমাকে মোটেই নয়। আমাদের সালফে সালেহীনরা তাঁদের সন্তানদের প্রতি সমান সদয় আচরণ করতেন। কারো প্রতি তারতম্য করতেন না, এমনকি আদর-স্নেহ করার ক্ষেত্রেও। যদি পিতামাতা কোন সন্তানকে বেশী ভালবাসেন তাহলে অনেক সময় তার প্রতি অন্য ভাইবোনরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে, পিতামাতার প্রতি মনে মনে বিদ্বেষী হয়ে উঠতে পারে। কুরআন মজীদ আমাদের সামনে ইয়াকুব (আ.)-এর পুত্র ইউসুফ ও তার ভাই বেনইয়ামীন এবং অন্যান্য ভাইদের ঘটনা বর্ণনা করেছে। এ দুজনের প্রতি তাঁর বেশী ভালবাসার কথার উল্লেখ রয়েছে। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছিল তাদের মাঝে, এরফলে তারা কত খারাপ কাজে জড়িয়ে যায়, যার জের চলে কয়েক যুগ ধরে।

এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানদের মাঝে ইনসাফ কর।"

তিনি এক সাহাবীকে বলেন, যখন সে তাঁকে তার এক ছেলেকে বিশেষ দান হিসেবে একজন গোলাম দিতে চেয়ে সে উইলে সাক্ষী করতে এসে ছিলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "এর মত অন্য সব ছেলেকে কি তুমি এরূপ অনুদান দিয়েছো?" তিনি বলেন, না। তখন তিনি তাকে বললেনঃ "আমাকে বাদ দিয়ে অন্যকে সাক্ষী কর। আমি কোন মিথ্যা সাক্ষী দেব না।"[১]

সমাপ্ত

১. সহীহ মুসলিম নুমান ইবনে বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত।

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত কয়েকটি বই ঃ

★ তাফসীরে ফাতহুল মাজীদ	মুহাম্মদ শরফুল ইসলাম
★ ফিকহ মুহাম্মদী	আল্লামা মহিউদ্দীন
★ মুসলমানকে যা জানতেই হবে	ড. আবদুল্লাহ মুসলিহ ও ড. আস্‌সাবী
★ জেরুজালেম বিশ্বমুসলিম সমস্যা	ড. ইউসুফ আল-কারযাভী
★ আল-কুরআনের অভিনব অভিধান	আহমদ খোদা বখশ
★ গুনাহ	মুহাম্মাদ বিন আহমাদ সাইয়েদ আহমাদ
★ নবীজীর কথা	মুহাম্মদ শহীদুল মুলক
★ ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেত্রীত্ব	সাদেক আহমদ সিদ্দিকী
★ আমি তাওবা করতে চাই কিন্তু?	মুহাম্মদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ
★ আদর্শ পরিবার গড়ার শত টিপস	আবু হামজা আব্দুল লতিফ আল-গামেদী
★ মাখলুকাত ও রাবুবিয়াত	ডা. কাজী আব্দুস সালাম
★ নামাযের অন্তরালে	মুহাম্মদ শহীদুল মুলক
★ ঈমানী দুর্বলতা	মুহাম্মদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ
★ বিশ্বনবীর আবির্ভাবে	মুহাম্মদ শহীদুল মুলক
★ পীরবাদের বেড়াজালে ইসলাম	অধ্যাপক ছাদুল হক ফারুক
★ আলোর পরশে আলোকিত মানুষ	মাওলানা হারুনুর রশীদ খান
★ মাসায়েলে হজ্ব ও উমরা	সাদেক আহমদ সিদ্দিকী
★ প্রেম যোগ জ্ঞান	ডা. কাজী আব্দুস সালাম
★ কিয়ামতের আলামত	সাদেক আহমদ সিদ্দিকী
★ ইসলাম ও চরমপন্থা	ড. ইউসুফ আল-কারযাভী
★ ইসলামে ইবাদতের পরিধি	ড. ইউসুফ আল-কারযাভী

আল-ফুরকান পাবলিকেশন্স
৪৯১, ওয়্যারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা
০৩৭৭২০১৬২৯২, ০১৭১৪০১৫৯৭৭, ০১৬৭২৬৯২১০০